জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শোক মুখ্যমন্ত্রীর

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবিবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর

কমবে তাপমাত্রা

আগামী দু'তিন দিনে প্রায় তিন ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা। তবে এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়বে না। ফের বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ। উত্তরবঙ্গে সোমবার থেকেই শুরু হবে শুষ্ক আবহাওয়া

মেক্সিকোর সুপার মার্কেটে বিস্ফোরণে মৃত্যু ২৩ শিশুর

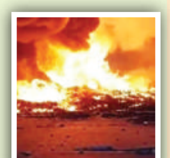

কলকাতা পুলিশের ৫টি থানার সীমানা পুনর্বিন্যাস কার্যকর হল

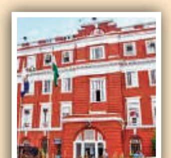

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫৮ ● ৩ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১৬ কার্তিক ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 158 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 3 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

নীলরানিদের ইতিহাস

ভারত ২৯৮/৭ (৫০ ওভার)
দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪৬ (৪৫.৩ ওভার)

মুম্বই, ২ নভেম্বর : হরমনপ্রীত ছুটছেন। এলোমেলো দৌড়। লক্ষ্যে পৌঁছে গেলে আর কোথাও যাওয়ার থাকে না! হাতে সেই বল। এইমাত্র হাতে জমিয়েছেন। তাতেই শেষ। জায়ান্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে ভারত ৫২ রানে জয়ী। মেয়েদের বিশ্বকাপ এই প্রথম ভারতের। হরমনপ্রীত তখনও ছুটছেন। পিছনে বাকিরা। কেউ হাসছেন। কেউ কাঁদছেন। জেমাইমার চোখ আকাশে। ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের আকাশে তখন আতশবাজির মহড়া। ফুলঝুরির মতো টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে ১৪০ কোটির আশীর্বাদ। বারবার ফসকে গিয়েছে। এবার যেতে দেননি। হরমনপ্রীত সব আবেগ ও শক্তি দিয়ে আগলে রাখলেন সেই বল। যেন বলছেন, যেতে নাহি দিব।

দীপ্তি শর্মা।

রিচা ঘোষ।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের দুই কারিগর।

যতক্ষণ লরা উলভার্ট ছিলেন, তাঁর দলও ততক্ষণ ম্যাচে ছিল। কিন্তু কঠিন ম্যাচে একা অধিনায়ক কী করবেন। পাশে এমন কাউকে পাননি যিনি স্কোরবোর্ড এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আসলে বৃষ্টির পর উইকেট শুধু স্লো হয়নি, বল অনেকটা করে টার্ন করতে শুরু করেছিল। এই জায়গায় দীপ্তি শর্মা আফ্রিকানদের চরম বিপদের মুখে ফেলে দেন। ব্যাট হাতে ৫৮ রান করার পর দীপ্তি বল নিয়েও ভেলকি দেখালেন। ৯.৩-০-৩৯-৫। তাঁকে কেউ খেলতে পারেননি। উলভার্ট যেমন তাঁর শিকার হলেন, তেমনই আরও চারজন। দীপ্তি হাওয়ায় বল রাখেন। খুব ভাল স্ট্রেটার আছে। আফ্রিকানরা (এরপর ৫ পাতায়)

ওয়ান ডে ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয়। মুম্বইয়ের মাঠে ট্রফি হাতে ভারতের মেয়েদের উল্লাস।

তোমাদের জন্য দেশ গর্বিত

আজ গোটা দেশ তোমাদের জন্য গর্বিত। নীল জার্সি আজ মহিলা ক্রিকেটে বিশ্বজয়ী। ৪০ দিন ধরে টুর্নামেন্টে তোমরা যে অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছ, তা আগামী দিনের প্রেরণা। মেয়েদের ক্রিকেট যে উচ্চতায় পৌঁছেছে তার জন্য গোটা দেশের মানুষ ভারতীয় দলকে কুর্নিশ জানাচ্ছে। হরমনপ্রীতের দল যে বিশ্বসেরা প্রমাণিত হয়েছে। দেশের মানুষকে অসাধারণ মুহূর্ত উপহার দিলে। দলের প্রত্যেক সদস্য এক-একজন হিরো। আরও সুন্দর মুহূর্ত আগামী দিনে অপেক্ষা করছে। আমরা পাশে থাকব।

বিশ্ব-ক্রিকেটে বিশ্বসেরা ভারত

ইতিহাস সৃষ্টি করে বিশ্ব-ক্রিকেটে বিশ্বসেরা ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে বিশ্বজয়ী ভারতের মেয়েরা। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্টিং স্টাফ ও কর্মকর্তাদের জানাই অভিনন্দন। অনবদ্য অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্সের জন্য দীপ্তি শর্মাকেও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, একইসঙ্গে অভিনন্দন জানাই বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষকেও ফাইনালে বিধ্বংসী একটা ইনিংস উপহার দেওয়ার জন্য। জয় ভারত, জয় বাংলা।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নতুন পাতা

দিন খারাপের বেলায়
বাতাস মর্মর
ধূসর ধূলায়
লন্ডভন্ড গাছের ডাল
নতুন পাতা না জন্মানো পর্যন্ত
গাছের মন খারাপ।
মন খারাপের বেলায়
সে লজ্জিত
নির্যাতিত
নির্বাসিত।
অপেক্ষা প্রহর গোনার
অপেক্ষা সয় না।
আক্ষেপে মুখ বোজা
নিজেকে রেখেছে
আড়ালে-অগোচরে-আবডালে
সন্ধ্যা হয়ে আসে
ফিরে আসে পাখির দোল
সব ডালে দোলে দোলনা
প্রাণ ফিরে পায় বৃক্ষ
মন খারাপের বেলা
ধূসর থেকে উধাও হতে থাকে।
চলে আসে
ডালে ডালে ফাগুন।

শেকলে পাঁ বেঁধে ৪ কনস্টেবলের অত্যাচার

বাংলাদেশি সন্দেহে বিএসএফের প্রহার

প্রতিবেদন : সীমান্তে ফের নির্লজ্জ-নির্মম দাদাগিরি বিএসএফের। আবারও সেই বাংলাদেশি তকমা লাগানোর চক্রান্ত। সেজন্য নদিয়ার গ্রামের এক কৃষককে তুলে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। পায়ে শিকল বেঁধে তিন ঘণ্টা ধরে অসহ্য মারধর করে সীমান্তরক্ষীরা। তাঁকে বলা হয়, বল তুই বাংলাদেশি। ওই কৃষক তা না বলায়, চলে বর্বর আক্রমণ।

নদিয়ার চাপড়া থানার হাটখোলা গ্রামের ঘটনা। এক স্থানীয় কৃষককে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। নাম রফিকুল মোল্লা। শনিবার সকালে রফিকুল এক চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। সেই সময় বিএসএফ জওয়ানরা সেখান থেকে তাঁকে জোর করে নিয়ে যায়। তারপরই বাংলাদেশি সন্দেহে বেধড়ক মারধর শুরু করে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে স্বীকারোক্তি দিতে চাপও দেওয়া হয়। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শেষমেশ স্থানীয় লোকজনের চাপে বিএসএফ বাধ্য হয় তাঁকে ছেড়ে দিতে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রফিকুল। চাপড়া থানায় এ-নিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এফআইআরে রফিকুল জানিয়েছেন, তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর (এরপর ১০ পাতায়)

আক্রান্ত কৃষক রফিকুল।

বাংলাই মডেল বিশ্বে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলার চিকিৎসা এখন বিশ্বে মডেল। ফের মিলল বাংলার বিশ্ব-স্বীকৃতি। বাংলার চিকিৎসকদের অদম্য প্রয়াসে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে লড়াই এবার তুলে ধরা হবে বিশ্বের কনফারেন্সে। এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই সাফল্যকে কুর্নিশ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সাফল্যের কথা তুলে ধরে লেখেন, এটা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'বেঙ্গল মডেল' বিশ্বের রোগ নিরাময়ের মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্প্রতি হাভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর জেন বাখম্যান, যাঁকে নন-কমিউনিকেবল রোগের একজন জনক হিসাবে ধরা হয়, তিনি এসএসকেএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং দেশের প্রথম এই ধরনের রাজ্য-পরিচালিত উদ্যোগ হিসাবে প্রশংসা করেন। এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত সকলকে আমার অভিনন্দন। উল্লেখ্য, এসএসকেএম তিন বছর ধরে টাইপ ওয়ান (এরপর ১০ পাতায়)

টাইপ-১ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় সাফল্য

২
৩ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 November, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৪ রুমা গুহঠাকুরতা (১৯৩৪-২০১৯)

এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সত্যেন ঘোষ এবং মা সতী ঘোষ সংস্কৃতি জগতের মানুষ ছিলেন। দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্রী রুমা সুগায়িকা ছিলেন। গান গেয়েছেন, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'বাঘিনী', 'পলাতক'-সহ আরও বেশ কিছু বিখ্যাত ছবিতে। অভিনেত্রী হিসাবেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন রুমা। সত্যজিৎ রায় থেকে তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার থেকে রাজেন তরফদার— প্রত্যেকের ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন রুমা। 'গঙ্গা', 'শাখাপ্রশাখা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'আশিতে আসিও না', 'অভিযান', 'পলাতক', 'বাঘিনী', 'নির্জন সৈকতে', 'বালিকা বধূ', 'পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'দাদার কীর্তি', 'হংসমিথুন', 'ত্রয়ী', '৩৬ চৌরঙ্গী লেন'-সহ বহু ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুমা। 'জোয়ার ভাটা', 'মশাল', 'আফসর', 'রাগ রং'-এর মতো হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। কিশোরকুমারের প্রথম স্ত্রী। গায়ক অমিতকুমার রুমা গুহঠাকুরতা ও কিশোরকুমারের পুত্র।

১৮৬৬ দীনেশচন্দ্র সেন

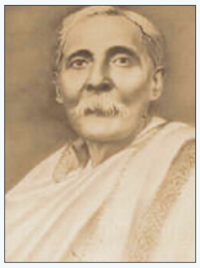

১৮৬৬ দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) এদিন ঢাকার সুয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা ইতিহাসকার, গবেষক ও পণ্ডিত। গ্রামবাংলার লুপ্তপ্রায় অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। এইভাবে শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, মানিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ১৮৯৬ সালে প্রকাশ পায় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। বাংলায় এমএ পড়ানোর প্রস্তুতি হিসেবে উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দীনেশচন্দ্রকে দিয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দেওয়ান, যা পরে ইংরেজিতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, দ্য বৈষ্ণব লিটারেচার অব মিডিয়াভ্যাল বেঙ্গল, চৈতন্য অ্যান্ড হিজ কমপ্যানিয়নস, দ্য ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল, দ্য বেঙ্গলি রামায়নাজ, বেঙ্গলি প্রোজ স্টাইল ইত্যাদি বই বাংলা পঠনপাঠনের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল।

১৯৯১ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

(১৯০৫-১৯৯১) এদিন প্রয়াত হন। প্রখ্যাত বেতারশিল্পী, নাট্যকার, আবৃত্তিকার ও বংশীবাদক। 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের সূত্রে কয়েক প্রজন্ম ধরে বাঙালির মাতৃ-আবাহনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে সে-যাত্রাপথের শুরু। 'বেতার জগৎ' বিক্রি থেকে বেতারের জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছনোর দীর্ঘ পথেই কেটেছে তাঁর জীবনের আলো-ছায়া। ঘর নয়, কাজই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের প্রিয় সঙ্গী। তবু অবসরের পরে তেমন আর্থিক সুবিধে পাননি। আক্ষেপ করেছেন, দুঃখ পেয়েছেন। তবু বেতারের সঙ্গ ছাড়েননি।

১৬১৮ আওরঙ্গজেব

(১৬১৮-১৭০৭) এদিন দাহোদে অর্থাৎ বর্তমান গুজরাতে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম মুহ্‌ল-উদ-দিন মুহম্মদ। শাহজাহান ও মুমতাজের তৃতীয় সন্তান। ষষ্ঠ মুঘল বাদশাহ। সিংহাসনে বসার পর 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করেন। ফার্সি ভাষায় আলমগীর কথাটির অর্থ 'বিশ্বজয়ী'। শাসক হিসেবে বিতর্কিত এবং সমালোচিত ছিলেন। পূর্বসূরিদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি উপেক্ষা করে তিনি জিজিয়া করের প্রবর্তন করেছিলেন।

১৯৫৭ স্পুটনিক ২ উৎক্ষিপ্ত হল মহাকাশে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই মহাকাশযানের সওয়ার ছিল একটি কুকুর, নাম লাইকা। সে-ই প্রথম জীবন্ত প্রাণী যে মহাকাশে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।

১৮৩৮ টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাদিবস।

এদিন মুম্বইয়ে দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া দ্য বোম্বে টাইমস অ্যান্ড জার্নাল অব কমার্স হিসেবে যাত্রা শুরু করে। তখন সপ্তাহে দু'দিন, বুধবার ও শনিবার পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। বর্তমানে এটি বহুল পঠিত ইংরেজি দৈনিক। এটি বিশ্বের যে কোনও ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকগুলোর মধ্যে বিক্রির হিসাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

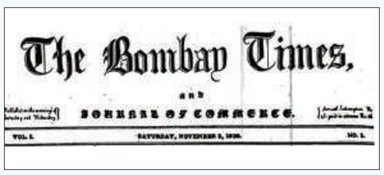

The Bombay Times,
and
JOURNAL OF COMMERCE.

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ফারা খান

■ এষা দেওল

■ জিৎ

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ-সহ পুর প্রতিনিধি ও শহরের নেতৃবৃন্দ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪৫

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. আদুরে ভাব ৪. উচ্চতা ৫.হলুদ রঙের পাখিবিশেষ ৬. প্রভাব ৮. অধীন, অন্যকিছুর উপর নির্ভরশীল ৯. কলঙ্ক।

উপর-নিচ : ১. বুদ্ধাঙ্ক ২. সদর প্রবেশপথ, ফটক ৩. নাটকের অভিনয় সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ৫. ওঁকার, প্রণব ৬. বিষণ্ণতা ৭. ভালবাসার ফুল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪৪ : পাশাপাশি : ১. দেশনা ৪. শিবানুচর ৬. পিশিত ৭. ধরাকাট ৯. রসাবেশ ১২. আসল ১৩. সম্ভবপর ১৪. কদর। **উপর-নিচ:** ১. দেহপিঞ্জর ২. নাশিত ৩. অনুরোধ ৫. রক্তিকা ৮. টহলদার ১০. সার্ভিস ১১. শরবতি ১২. আরক।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩
৩ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

3 November, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

রবিবার দুপুর ২টো পর্যন্ত মেরামতি কাজের জন্য বন্ধ ছিল বিদ্যাসাগর সেতু। দুপুরের পর খুলে দেওয়া হয় ব্রিজ। আপাতত যানচলাচল স্বাভাবিক শহরে

গেরুয়া কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিল গণমঞ্চ

এসআইআর : ঘুরপথে বিজেপির এনআরসি চক্রান্ত

প্রতিবেদন : বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এসআইআর-এর আতঙ্কে রাজ্যে পরপর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ছাব্বিশের নির্বাচনের কয়েকমাস আগে ভোটার তালিকায় এই নিবিড় সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের মনে এইভাবে আতঙ্ক তৈরি করার জন্য নির্বাচন কমিশনের তীব্র নিন্দা করল দেশবাঁচাও গণমঞ্চ। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু-সহ গণমঞ্চের সদস্যরা। একইসঙ্গে কমিশনের আড়ালে কলকাঠি নেড়ে এসআইআর-এর মাধ্যমে ছদ্মবেশে এনআরসি চালুর চক্রান্ত নিয়ে আরএসএস এবং বিজেপিকেও তুলোধোনা করেন নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনেরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন ছিলেন সাংসদ দোলা সেন, সুমন ভট্টাচার্য, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সিদ্ধব্রত দাস, ড. ভাস্কর চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। গণমঞ্চের পরিষ্কার দাবি, বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার রক্ষার স্বার্থে পরিচালিত করতে হবে। একজনও বৈধ ভোটারকে বাদ দেওয়া যাবে না!

গণমঞ্চের তরফে প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু এদিন জানান, কোনও ভোটারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলে, আগে তা নির্বাচন কমিশনকেই প্রমাণ করতে হত। আর এখন সেই দায় সরাসরি নাগরিকদের গায়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০০২ সালে যে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া ছিল, তাকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এখন যে প্রক্রিয়া করা হচ্ছে, তা ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত! এসআইআর-এর নামে বাংলায় ঘুরপথে এনআরসি চালু করে বাঙালির ভোটাধিকারের উপর আঘাত হানার চক্রান্ত চলছে। আর নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপির বাংলা-দখলের চেষ্টা আরও সহজ হচ্ছে! তাঁর প্রশ্ন, কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও অমান্য করছে, কাদের মদতে? অসমে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বাঙালি হিন্দুরা। মতুয়া, নমঃশূদ্র এবং মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি টার্গেট করা হয়েছে। বাংলাতেও ম্যাপিং করে কি এটাই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে যে কোথায় কোথায় নমঃশূদ্র, দলিত, মুসলিম থেকে শুরু করে গরিব মানুষরা আছে? দেশবাঁচাও গণমঞ্চের পরিষ্কার প্রশ্ন, ২০০২ সালের মতো ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমারের এই 'স্পেশাল' বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিবিড় সংশোধনে আপত্তি রয়েছে! হঠাৎ 'স্পেশাল' কেন?

■ দেশবাঁচাও গণমঞ্চের সাংবাদিক বৈঠকে পূর্ণেন্দু বসু, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুমন ভট্টাচার্য, সৈকত মিত্র, সিদ্ধব্রত দাস, ড. ভাস্কর চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট। রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে। — শুভেন্দু চৌধুরি

জাতীয় মহিলা কমিশন বিজেপিরই শাখা সংগঠন, গদ্দারই প্রমাণ দিলেন

প্রতিবেদন : জাতীয় মহিলা কমিশন ও এই ধরনের সংস্থাগুলি প্রতিদিন নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা জলাঞ্জলি দিচ্ছে বিজেপির রাজনীতিমূলক পরিচালনা ও নির্দেশ পালনের মধ্যে দিয়ে। তৃণমূলের তরফে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে, জাতীয় মহিলা কমিশন বিজেপির শাখা সংগঠনের ভূমিকা নিয়েছে। আর তৃণমূলের এই অভিযোগ যে মিথ্যে নয়, রবিবার নন্দীগ্রামে গদ্দার অধিকারীর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরের ছবি তা প্রমাণ করল। এদিন নন্দীগ্রামে গদ্দারের ব্যবস্থাপনায় ও ডাঃ অর্চনা মজুমদারের সহযোগিতায় একটি স্বাস্থ্য শিবির হয়। বিজেপির এই স্বাস্থ্য শিবিরে নরেন্দ্র মোদির ছবি দিয়ে গদ্দার অধিকারী ও অর্চনা মজুমদার অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে ওই দু'জনের একাধিক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ছবি সামনে আসতেই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জাতীয় মহিলা কমিশনের কোনও সদস্যা এরকম একটি দলীয় স্বাস্থ্য শিবিরে নাগরিক হিসেবে বা চিকিৎসক হিসেবে বা অতিথি হিসেবে অংশ নিতে পারেন কি না? এই কারণেই আমরা বারবার বলছি এই সংস্থাগুলি বিজেপির শাখা সংগঠন বা গণসংগঠন। যিনি নানা সময়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যার পরিচয়ে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের সমালোচনা করেন, বিকৃত প্রচার করেন, তিনি কী করে নন্দীগ্রামে গদ্দারের পরিচালনায় একটি স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন? শিবিরে তিনি চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসা করেছেন কি করেননি সেটা বিচার্য নয়, কিন্তু জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য হয়ে তিনি কীভাবে ওই শিবিরে উপস্থিত হলেন? কুণাল আরও বলেন, গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল নন্দীগ্রামের মানুষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে ফোন করে বলছেন, ডায়মন্ড হারবারে যেরকম সেবাশ্রয় হয়েছে, নন্দীগ্রামেও সেই রকম একটা হোক। এটা জানতে পেরেই প্যানিক হয়ে গদ্দার নন্দীগ্রামে তড়িঘড়ি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে ফেলেন। আর সেখানে নিয়ে আসেন জাতীয় মহিলা কমিশনের এক সদস্যাকে। এরপরও কি মহিলা কমিশনের ওই সদস্যাকে কেউ নিরপেক্ষ বলবে?

■ টালিগঞ্জের বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ, ডিসি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত, কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি সন্দীপ নন্দী মজুমদার ও কলেজের প্রিন্সিপাল রাজশ্রী নিয়োগী। রবিবার।

শহরে পাঁচ থানার সীমানা পুনর্বিন্যাস

প্রতিবেদন : কলকাতা পুলিশের ৫টি থানার সীমানা পুনর্বিন্যাস কার্যকর হল রবিবার থেকে। কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় প্রকাশ, একবালপুর, ওয়াটগঞ্জ, আলিপুর, পার্ক স্ট্রিট ও নিউমার্কেট থানার নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। একবালপুর ও ওয়াটগঞ্জ থানার একটি বড় অংশকে আলিপুর থানার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে নিউমার্কেট থানার বেশ কিছু এলাকা পার্ক স্ট্রিট থানার অধীনে আনা হয়েছে।

আলিপুর ও পার্ক স্ট্রিট থানার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। নতুন সীমানা নির্ধারণের ফলে থানাগুলির প্রশাসনিক কার্যকারিতা এবং

নজরদারি আরও বাড়বে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য কলকাতার ব্যস্ত এলাকাগুলিকে এই পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে আরও সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা। আলিপুর থানা এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও সরকারি দফতর, আদালত এবং কূটনৈতিক ভবন থাকায় সেখানে পুলিশের তৎপরতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন ছিল। একইভাবে পার্ক স্ট্রিট থানার এলাকায় ব্যবসায়িক কেন্দ্র ও পর্যটন পরিধি বাড়ায় নিউমার্কেটের কিছু অংশকে সেই থানা অঞ্চলে স্থানান্তর করা যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের অধীনে মোট ৯১টি থানা রয়েছে। নতুন বিন্যাস কার্যকর হলে ওই কাঠামোয় আরও প্রশাসনিক ভারসাম্য আসবে বলে আশাবাদী পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

এনআরসি ও এসআইআর একই বিষয়, বললেন ব্রাত্য

■ সিএএ ও এসআইআরের প্রতিবাদে মানিক ফকিরের লেখা 'নাগরিকত্বের সারকথা' প্রকাশ অনুষ্ঠানে লেখক ছাড়াও উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী, লেখিকা প্রিয়ংবদা প্রমুখ।

প্রতিবেদন : এনআরসি ও এসআইআর একই কয়েনের এপিঠ আর ওপিঠ। রবিবার গবেষক মানিক ফকিরের লেখা 'নাগরিকত্বের সারকথা' বইয়ের উদ্বোধনে এসে ফের একবার বিজেপিকে নিশানা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রবিবার প্রকাশিত হলো নাগরিকত্ব, দেশভাগ ও সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে লেখা বই 'নাগরিকত্বের সারকথা'। বইটি প্রকাশ প্রকাশ করেছে কলকাতা প্রকাশন। এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মানিক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিজেপি ঠিক কী করতে চাইছেন। তাঁর হাতে কলমে প্রমাণ এই নামগুলোয় কেউ কড়িকাঠে ঝুলছেন, কেউ কীটনাশক খেয়ে মরছেন এবং সেই মৃত্যুর তালিকা ধীরে ধীরে আরও বাড়তে থাকবে। প্রতিটি নাম হিন্দু নাম, প্রতিটি নাম অনগ্রসর বর্গের। তাহলে বিজেপি ২০২০ সালে আইন সংশোধনের মাধ্যমে যে কথাটা বারবার করে বলছিল যে হিন্দু মানেই শরণার্থী আর মুসলমান মানেই অনুপ্রবেশকারী। এনআরসি ও এসআইআর একই কয়েনের এপিঠ-ওপিঠ। তাহলে যাঁরা আত্মহত্যা করছেন তাঁরা শরণার্থী নয়? তিনি আরও বলেন, লেখক মানিক ফকির দীর্ঘ ৮ বছর ধরে এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, নাগরিকত্ব বিষয়টা বুঝতে গেলে বুঝতে হবে, দেশভাগের নামে বাংলাভাগের ইতিহাস, তৎকালীন সময়ের কমিউনিস্টদের ভূমিকা, আরএসএসের আদর্শ ও নীতি, স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫ এর (খ), অনুচ্ছেদ ৬, পাসপোর্ট অ্যাক্ট, ফরেনার্স অ্যাক্ট, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি। শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক-সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী, কলকাতা প্রকাশনের তরফে ছিলেন সাহিত্যিক প্রিয়ংবদা দেবী, সঙ্গে প্রকাশন সংস্থার পৃষ্ঠপোষক সুজয় মণ্ডল, অধ্যাপক সৈকত ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনারায়ণ তালুকদার।

তালিকায় নেই ৪৮

সংবাদদাতা, বসিরহাট : ভোট দিলেও ২০০২-এর তালিকায় নাম নেই। আরও একবার এর প্রমাণ মিলল এবার বসিরহাটে। দেখা গেল, ২০০২ এর নতুন ভোটার লিস্ট থেকে উধাও ৪৮ জন ভোটারের নাম। আর তা নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে তৃণমূল কর্মীরা আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন তাঁরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বজয়ী

এ কি স্বপ্ন? নাকি মায়া? ক্রিকেটের রাজপথে নেহাতই শিশু পথচারীদের হাতে বিশ্বজয়ের ট্রফি। মুম্বইয়ের মাঠে ইতিহাস তৈরি করল ভারতের নীলরানিরা। ১৯৭০ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় মেয়েদের ক্রিকেটের পথচলা। ২০১৭ সালে জয়ের মুখ থেকে ফিরতে হয়েছিল। তারপর ৭ বছরের অপেক্ষা। হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ভারতের মেয়েরা একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বিশ্বজয়ী। অসাধারণ খেলেছে গোটা টুর্নামেন্ট। ৪০ দিন ধরে চলেছে টুর্নামেন্ট। মাঝে দুটি ম্যাচে পরপর হেরে যাওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন এবারও হয়তো অধরা রয়ে গেল বিশ্বকাপ। কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলেন ভারতের মেয়েরা। কোচ অমল মুজুমদারের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত। যাদের বিরুদ্ধে হেরেছিল, তাদেরকেই গোহারা হারিয়েছে। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া আর ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের মহিলা ক্রিকেট এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেল। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফল পেল মহিলা ক্রিকেট দল। এজন্য অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। বোর্ড সভাপতি থাকাকালীন তিনি মেয়েদের ক্রিকেটকে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতি আজকের বিশ্বজয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, স্মৃতি মান্ধানারা রবিবার রাতে যে গর্বের মুহূর্ত ভারতবাসীকে উপহার দিলেন, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।

e-mail থেকে চিঠি

মতুয়া আর রাজবংশীদের বিশ্বাসের এই পরিণাম?

গত কয়েকটা নির্বাচনে যাঁরা পাশে ছিল, ঘুরিয়ে তাঁদেরই বিপন্ন করছে গেরুয়া শিবির। সিবিআই -ইডি ব্যর্থ। দলবদলুরা আছেন শুধু ভাষণে আর টিভির পর্দায়। কিন্তু দিশাহারা হয়েও ক্রমাগত সেই একই কায়দায় বাংলা দখলের খেলাটা চলছে। এবার সোজা আঙুল ঈষৎ বেঁকিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ঢাল করে। বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন, যার কেতাবি নাম এসআইআর। সবাই জানে, রিভিশন বা সংশোধন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মৃতদের নাম বাদ দেওয়ার কেউ বিরোধী নন। কোনও সুস্থ মানুষ এর বিরোধিতা করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, ভোটের ৬ মাস আগে কেন? তেইশ বছর আগের এসআইআরের ভিত্তিতে তৈরি তালিকা মেনে ভোট হয়েছিল দু'বছর পর ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে। তখন রাজ্যে মোট ভোটার ছিল ৪ কোটি ৫৮ লক্ষের মতো। এখন তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ না হলেও কাছাকাছি। রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভোটারকে নির্বাচনের ঠিক আগে চরম উৎকণ্ঠায় ফেলার অবর্ণনীয় তামাশা কতটা সঙ্গত? জনগণনা করতেই যে সরকার বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয় তাদের এই অতি তৎপরতার কারণ কী? ফেব্রুয়ারিতে নতুন তালিকা প্রকাশ করেই এপ্রিলে ভোট, যেন ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে!সংখ্যালঘু দেখলেই এরা রোহিঙ্গা বলে দেগে দেয়। সীমান্ত পেরিয়ে নতুন কেউ এলেই অমিত শাহের মুখে একটাই বচন, ঘুসপেটিওকো দূর ভাগাও। এখন যে এসআইআর আক্রমণে নিরীহ মানুষ আতঙ্কে, ভয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন জেলায় জেলায় তাঁরা কেউ রোহিঙ্গা নন, 'ঘুসপেটিয়া' কিংবা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বলতে যা বোঝায় তাও নন, কয়েক দশক টানা বাংলায় থাকা ষোলোআনা বাঙালি! ভোটও দিয়েছেন একাধিকবার। তাদের কারও বাস পানিহাটিতে, কারও ইলামবাজার, কেউ আবার বসিরহাটে। কেন শেষ বয়সে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তাঁদের অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিক্ষেপ। মানুষের অধিকার নিয়ে এমন ভয়ংকর খেলা! অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার আড়ালে কেন বাঙালিয়ানার উপর অযাচিত আঘাত! বেআইনি অনুপ্রবেশ যদি হয়ে থাকে তাহলে তার দায় কার? প্রশ্ন ওঠে, এত বিএসএফ ও এসএসবি মোতায়েন করে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্বটা কার? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কি এর দায় অস্বীকার করতে পারেন? আইনি পথে এসে ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বেআইনিভাবে থেকে যাওয়া রুখতে না পারা কাদের ব্যর্থতা, অপদার্থ গোয়েন্দা দপ্তর কি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে?

—সঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সার (SIR) সার (SIR) করছেন

'সার'-এর সারাংশ জানা আছে তো!

স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। সরাসরি জানাচ্ছি। যেসব রামরেড 'সার'-সমর্থক হয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করছেন, এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ তাঁদের জন্য। লিখেছেন **সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়**

গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের এক ডজন রাজ্যে। কেতাবি ভাষায় নাম 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন', সংক্ষেপে এসআইআর বা 'সার'। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ২০০২ সালের যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেই তালিকায় নিজের বা নিজের বাবা-মায়ের নাম রয়েছে কি না সেটা মিলিয়ে দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এই ব্যস্ততা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নিজের অথবা নিজের পরিবারের কারও নাম খুঁজে না পেলে অনেক কিছু বিপদ হতে পারে। তাকে বা তাদের ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে অমিত শাহের দফতর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাদের ভারত থেকে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে কিংবা দেশের বাইরে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এমন হুঁশিয়ারি মোদি-শাহ এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গদের তরফে হামেশাই দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে ২০০২ সালের যে ভোটার তালিকাকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কার্যত বেদবাক্যের মতো ধ্রুবসত্য বলে ঘোষণা করেছেন, সেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকা থেকেই রাতারাতি উধাও হয়ে যাচ্ছে এক-একটি গ্রাম, এক-একটি পল্লি, এক-একটি বুথ এবং তার সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ। এক-একটি বুথে যেখানে ১২০০ থেকে ১৩০০ ভোটার আছেন কিংবা থাকার কথা, দেখা যাচ্ছে ২০০২ সালের প্রকাশিত ভোটার তালিকায় সেই বুথের কোনও অস্তিত্বই নেই। কিংবা বুথের নাম ও নম্বর ভোটার তালিকায় থাকলেও সেখানে কোনও ভোটারই নেই! এমতাবস্থায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন অভিযোগে অভিযোগে বিদ্ধ। এভাবে ভোটার তালিকা থেকে রাতারাতি ভোটারদের নাম অথবা গোটা বুথের অস্তিত্ব অবলুপ্ত করে আতঙ্কজনক পরিবেশ তৈরি করছে। পুরো ব্যাপারটায় কুঅভিসন্ধি সুস্পষ্ট বলেই তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর-এর চালু পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় পথে নেমেছেন। নেতৃত্বে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেনাপতিত্বে যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আতঙ্ক সৃষ্টির প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে গুমা এলাকার কথা। উত্তর ২৪ পরগনার গুমা। সেখানকার মালিপাড়া শিশুশিক্ষা কেন্দ্র। বুথ নং ১৫৯, ২০০৩ সালের তালিকায় নাম রয়েছে অনেকেরই। ওই তালিকা (২০০৩-এর) অনুসারে এই বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ৪৩৬। তারমধ্যে পুরুষ ২২৭। মহিলা ২০৯। কিন্তু অনলাইনে ২০০২-এর তালিকায় এঁদের অনেকেই নেই। স্থানীয় বিএলও নাকি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনকেও। কতদূর বিষয়টার বিহিত করা হবে, সেটা কোটি টাকার প্রশ্ন।

গুমা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের ৬১ নং বুথ। সেখানে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। তাতে ৩৪৩ থেকে ৪১৪ নম্বর ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট ভোটারদের নাম উধাও। অনলাইন তালিকায় এঁদের হদিশ না মিললেও ওই তালিকার হার্ড কপিতে এই ভোটাররা স্বমহিমায় উপস্থিত। ৭১ জন ভোটারের নাম নিয়ে বিভ্রান্ত।

সবাই বলাবলি করছে। এভাবে এক কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার কথা সদর্পে বলে বেড়াচ্ছেন কাঁথির মেজ খোকা।

ওই উত্তর ২৪ পরগনা জেলারই বসিরহাট। সেখানকার ১৯৮ পার্টের ভোটার লিস্ট। জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই পার্টের যে ভোটার তালিকা অনলাইনে আপলোড করেছে, তাতে ১৫৯ নম্বর থেকে ৮৯২ নম্বর পর্যন্ত ভোটারদের কোনও অস্তিত্ব নেই। অথচ বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময় যে ভোটার তালিকা দেখে ভোট হয়েছিল তার হার্ড কপিতে এই নামগুলো জ্বলজ্বল করছে।

লোকে তাই বলাবলি করছে এসআইআর মানে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নয়, এ হল সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং। বিশেষ নিবিড় সংশোধন পরিণত হয়েছে নীরব অদৃশ্য ভোটচুরিতে। চুপি চুপি ভোটে কারচুপি করে বামফ্রন্ট চালু করেছিল সায়েন্টিফিক রিগিং। আর গেরুয়া পার্টি চালু করল সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং।

কোচবিহারের নাটাবাড়ি। বুথ নং ২। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম ছিল ৭১৭ জনের। অনলাইনের লিস্টে দেখা যাচ্ছে নামের সংখ্যা কমে সেখানে মোটে ১৪০!

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর। সেখানকার ১৫৯ নম্বর বুথ। ৯০০ ভোটার ছিল। এখন একটাও নেই!

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট। সেখানকার সংগ্রামপুর শিবহাটি গ্রাম। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র গ্রামের বিরামনগর স্কুল। ভোটার লিস্টে পার্ট নম্বর ১৯৮। জাতীয় নির্বাচন কমিশন অনলাইনে এই পার্টের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে ৮৫৯ থেকে ৮৯২ পর্যন্ত ক্রমাঙ্কের ভোটারদের কোনও অস্তিত্ব নেই। অথচ ২০০২ সালের প্রকাশিত ভোটার তালিকার হার্ডকপিতে এই সবক'টা নাম আছে।

এসআইআর চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে বাংলার সর্বত্র বিজেপি-নির্বাচন কমিশন যৌথ জালিয়াতির এইসব খণ্ডচিত্র সামনে এসেছে।

এই টুকরো ছবিগুলো জুড়লেই তৈরি হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ কোলাজ চিত্র। তাতেই প্রকাশিত 'সার' (এসআইআর)-এর সারাংশ।

হিন্দু, মুসলমান, মতুয়া, রাজবংশী। এককথায় প্রান্তিক মানুষের নাম নির্বিচারে কাটা হয়েছে এবং হচ্ছে।

খোদ কলকাতাতেও হচ্ছে। আসাইকা বেগম এবং জামিল রহমানের। আগে থাকতেন ৪/১ এইচ/১৩ জে কে ঘোষ রোড, কলকাতা ৩৭, এই ঠিকানায়। ভোট কেন্দ্র ছিল বেলগাছিয়া মনোহর অ্যাকাডেমি। পরবর্তীকালে ২০০৮-এ ভোটার কার্ড আসে। ঠিকানা তখন ৮৩ই/১ বি/এইচ/১২ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা ৩৭। ভোটকেন্দ্র বদলে ব্লু বেল ডে স্কুল।

আগের নির্বাচনের ভোটার তালিকায় নাম আছে। ২০০২-এর অনলাইন ভোটার তালিকায় 'জাস্ট' নেই।

কী করবেন, বুঝে পাচ্ছেন না, আতঙ্কে প্রহর কাটাচ্ছেন। আর দানবের দল হিংস্র নিশ্বাস ফেলছে চারিদিকে।

আতঙ্কিত হয়ে লাভ নেই। লড়াইয়ের জন্য চোয়াল শক্ত করুন। অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই করতেই হবে।

নো পাসারন।

অল সোলস ডে'র শ্রদ্ধা মল্লিকবাজার সমাধিস্থলে

নেই আলাদা ওয়ার্ড ■ ১৭ চিকিৎসকই যক্ষ্মারোগী

মোদি-রাজ্যের বেহাল ছবি দেখিয়ে বাংলাকে কুৎসা

প্রতিবেদন : গেরুয়া গুজরাতের সরকারি হাসপাতালের শোচনীয় ছবি দেখিয়ে বাংলাকে বদনাম করার অপচেষ্টা! তৃণমূল সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে ফের নোংরা মিথ্যাচার বিজেপির! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা গত ১৪ বছর ধরে গোটা দেশকে দিশা দেখাচ্ছে। কিন্তু 'হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি' থেকে পাশ করা বঙ্গ-বিজেপির আইটি সেল সেই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করতে গিয়ে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারল। বাংলাকে বদনাম করতে গিয়ে অজান্তে আমেদাবাদের সরকারি হাসপাতালের ভয়ানক ছবিটা তুলে ধরল নির্বোধের দল। বিজেপির এই মিথ্যাচারের রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এক্স মাধ্যমে দলের বার্তা, বাংলাকে ট্রোল করতে গিয়ে গুজরাত আমেদাবাদের ভিএস জেনারেল হাসপাতালের বিব্রতকর ছবি তুলে ধরেছে বিজেপি। যখন কোনও দল হোয়াটস ফরওয়ার্ডকেই তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে অন্ধের মতো ভরসা করে, তখন এমনই হয়। আর তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরে তৃণমূল সেই মিথ্যাচার ধরে ফেলতেই লুকিয়ে পোস্ট ডিলিট করতে বাধ্য হল বিজেপি!

আমেদাবাদের ভিএস জেনারেল হাসপাতাল। গত দেড় বছরে সেই হাসপাতালের ১৭ জন জুনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসকের যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়েছে। তার মধ্যে চারজন চিকিৎসক ভুগছেন ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মায়। আক্রান্ত চিকিৎসকরা আগে ভিএস হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, বর্তমানে এসভিপি জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত। কিন্তু যক্ষ্মার আক্রমণের জন্য চিকিৎসকরা ভিএস জেনারেল হাসপাতালে পৃথক টিবি ওয়ার্ডের অভাব, সুদীর্ঘ কর্মঘণ্টা, স্বাস্থ্যকর্মীদের নোংরা আবাসস্থল ও ভাল পুষ্টিকর খাবারের অভাবকেই দায়ী করেছেন। আর সেই হাসপাতালের করুণ ছবি তুলে ধরেই বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে কুৎসা রটানোর চক্রান্ত করেছিল বিজেপির মৃতপ্রায় আইটি সেল। তাই সমাজমাধ্যমে বিজেপিকে তৃণমূলের কটাক্ষ, আশা করি আপনাদের 'নমো যুব ওয়ারিয়র্স' অন্তত আপনাদের ব্রেন-ডেড আইটি সেলের থেকে একটু বেশি দায়িত্বশীল হবে!

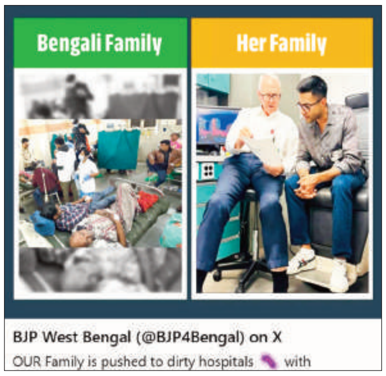

■ ডানদিকে বিজেপির পোস্ট। হাসপাতালের চিত্র দিয়ে বলা হয়েছিল এটা নাকি বাংলার হাসপাতাল। মিথ্যা। আসলে এটি গুজরাতের সেই কুখ্যাত হাসপাতাল (বাঁদিকে)

সুন্দরবনে ফের বাঘের দর্শন

সংবাদদাতা, সুন্দরবন : ফের বাঘের দর্শন পেল সুন্দরবনে ঘুরতে আসা ২২ পর্যটকের একটি দল। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এই পর্যটকের দলটি নদীতে বাঘ দেখতে পায়। কুলতলির কৈখালি থেকে এমবিবি বনবিবি নামক নৌকা করে ২২ জন পর্যটকের ওই দলটি গত ৩১ অক্টোবর কুলতলির কৈখালি থেকে বৈধ পাস নিয়ে সুন্দরবনের কলস ক্যাম্প এলাকায় যায়। সেখানেই তাঁরা একটি বাঘ দেখতে পান। বাঘটি নদী সাঁতরে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটিকে ক্যামেরাবন্দি করতে দেরি করেননি পর্যটকরা। ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়ার ২২ জন পর্যটকের দলে থাকা আনার আলি হালদার, হায়দার আলি আকন্দের মুখ থেকে বাঘ-দর্শনের গল্প আপাতত লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

নীলরানিদের ইতিহাস

(প্রথম পাতার পর)

তার হদিশ পাননি। তবে একা দীপ্তির কথা বললে হবে না। নরম উইকেটে মাটি যখন আলগা হয়ে আসছে তখন শেফালি আর শ্রী চরনিও চমৎকার বল ঘোরালেন। অন্ধ্রের মেয়ে শ্রী চরনির গত এপ্রিলে অভিষেক হয়েছিল। সেই তিনি পোড়খাওয়া বোলারের মতো বল করে গেলেন। দীপ্তি না হয় অনেকদিন খেলছেন, কিন্তু এই শ্রী চরনি, আমনজ্যোত, ক্রান্তি গৌড়রা একেবারে নতুন। তাঁদের হ্যারিদি দলকে নিজ হাতে তৈরি করেছেন। হ্যারিদি মানে জেমাইমাদের হরমনপ্রীত। শান্তা রঙ্গস্বামী, ডায়ানা এডুলজি, মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামীরা যা পারেননি, সেই মুম্বইয়ে এটাই করে দেখালেন হরমনপ্রীত। কাপ জিতে ৩৭-এর হ্যারিদি নভি মুম্বইয়ে রূপকথা লিখে গেলেন। কিছুটা অদ্ভুতই বটে, বক্সে তখন ওয়ান ডে-র রাজা রোহিত শর্মা। না তাঁর আর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ জেতা হয়নি! ছিল ১৪ বছর আগের এম এস ধোনির।

বৃষ্টিতে ফাইনাল শুরু হল দেরিতে। টসও তাই। কিন্তু ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম তার বহু আগে থেকেই ভর্তি। গ্যালারি পুরো নীল। পঞ্চাশ হাজার আসনের কোথাও খালি নেই। থাকার কথাও ছিল না। এমন আবেগের ম্যাচ ১৪ বছর পর আবার দেখল মুম্বই। সেবারও সকাল দশটা থেকে মাঠ ভরতে শুরু করেছিল। ওয়াংখেড়েতে তিলধারণের জায়গা ছিল না। রবিবারও তাই হল।

কী অদ্ভুত! ছবিটাও কেমন মিলে গেল। ২ এপ্রিলের রাতে কাপ উঠেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে। ২ নভেম্বর কাপ গেল হরমপ্রীত কৌরদের দখলে। বার দুয়েক বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে ভারতের মেয়েরা।। ২০০৫ আর ২০১৭-তে। কিন্তু কপালে জুটেছে হার এবং হার। তবে কথায় বলে, সাগর শুধু নেয় না। ফিরিয়েও দেয়। এই যেমন রবিবাসরীয় রাত। সেই নীল সমুদ্র গ্রাস করল নভি মুম্বইকে। জনসমুদ্রে থমকে গেল বাণিজ্য নগরীর জীবন। মানুষ নেমে পড়লেন রাস্তায়। ১৪ বছর আগে এভাবেই মেরিন ড্রাইভ মানুষের সাগরে পরিণত হয়েছিল। রবিবার হরমনপ্রীত এম এস ধোনি হয়ে উঠলেন।

প্রতিকা রাওয়াল চোট পাওয়ায় চটজলদি নিয়ে আসা হয়েছিল শেফালি ভার্মাকে। সেই শেফালি যিনি এই দলের মেরুদণ্ড ছিলেন একসময়। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। রান না পাওয়ায় নির্বাচকরা তাঁকে ঘরোয়া ম্যাচ খেলতে পাঠিয়েছিলেন। একটা সেঞ্চুরিও করেন কয়েকদিন আগে। তারপর এই ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে প্রত্যাবর্তন। রান পাননি শেফালি। তাঁকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত ভুল হল কি না ভাবতে ভাবতেই ফাইনাল। অতঃপর মিরাকল। ব্যাটে-বলে শেফালি শো।

ভারত যে আগে ব্যাট করে ২৯৮/৭ তুলেছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব শেফালির। ৭৮ বলে ৮৭ রান করেছেন তিনি। কিন্তু পাশে থাকা স্মৃতি মান্ধানাকেও কুর্নিশ জানাতে হয়। সিনিয়র পার্টনার হিসাবে প্রথম থেকে বকাঝকার মধ্যে শেফালিকে রেখেছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ ওভারে যখন একশো পার করে ফেলেছে ভারত, তখনই স্মৃতি আউট হয়ে গেলেন ৪৫ রানে। এরপর আর একটা জেমাইমা শোয়ের জন্য যখন নভি মুম্বই নড়েচড়ে বসেছে, মুম্বইয়ের মেয়ে আচমকা আউট(২৪)।

হরমনপ্রীতও যখন ২০ রানে ফিরে গেলেন, ভাল শুরুটা মাঠে মারা গেল বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মার ব্যাট জ্বলে উঠল। সেমিফাইনালে রান আউট হয়ে প্রবল সমালোচিত হয়েছিলেন। স্লো দৌড়ের জন্য কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল। দীপ্তি রবিবার সেসবেরই জবাব দিলেন শেষদিকে একা কুম্ভ হয়ে। ৫৮ বলে ৫৮ রান করে এদিনও রান আউটই হয়েছেন। কিন্তু সোনার চেয়ে দামি ইনিংস খেলে না গেলে ভারত তিনশোর দরজায় পৌঁছত না। সেক্ষেত্রে আফ্রিকানদের জন্য ৬ রানের আস্কিং রেটও থাকত না। অনেক সহজ হত টার্গেট।

■ ধন্বন্তরির মূর্তির আবরণ উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে রবিবার ২ নভেম্বর আয়ুর্বেদ ফার্মেসি পাঠক্রমের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ ও 'আয়ুর্বন্ধন-২০২৫' পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ দেবাশিস ঘোষ, আয়ুর্বেদ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ শবরী সেনগুপ্ত, কাউন্সিলর মোহনকুমার গুপ্তা, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্টরা।

■ বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার রবীন্দ্রভবনে এসআইআর নিয়ে বিশেষ কর্মশালা। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এসআইআর পর্যালোচনা ও বিএলও, কাউন্সিলর ও পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে এক বিশেষ ট্রেনিং। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভদ্র, কানন দাস, শক্তি রায়চৌধুরী, গৌতমকুমার দাস-সহ অন্যরা।

বাড়িতে যুবকের হামলা জ্যোতিপ্রিয়কে, আটক

প্রতিবেদন : সল্টলেকের বাড়িতে হাবড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উপর হামলা! রবিবার বিধায়কের বাড়ির অফিসেই তাঁর উপর হামলা করে হাবড়ার জয়গাছি এলাকার বাসিন্দা অভিষেক দাস নামে এক যুবক। তার বিরুদ্ধে বিধাননগর নর্থ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তবে কী কারণে সে বিধায়কের উপর হামলা চালিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, রবিবার রাত আটটা নাগাদ বিধায়ক তাঁর বাড়ির অফিসে এসে বসতেই ওই যুবক অতর্কিতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুসি চালায়। আহত হন জ্যোতিপ্রিয়। চিৎকার-চেঁচামেচিতে বিধায়কের দেহরক্ষীরা ছুটে এসে যুবককে ধরে ফেলে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জ্যোতিপ্রিয় জানিয়েছেন, কী কারণে এমন প্রাণঘাতী হামলা চালাল, তা বুঝে উঠতে পারছি না। এর পেছনে বিরোধীদের কোনও হাত আছে কি না, তাও বুঝতে পারছি না। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। তবে এভাবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ভয় দেখানো যাবে না বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

■ অভিষেক দাস।

■ আরামবাগে তৃণমূল কার্যালয়ে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'র রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প। ছিলেন সাংসদ মিতালি বাগ, উপাসনা চৌধুরী, ডাঃ সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়, ফিরোজ মল্লিক, প্রদীপ সিংহ রায়-সহ অন্যরা।

রাজ্য

3 November, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারী কোনও বস্তু দিয়ে মাথা থেঁতলে স্ত্রীকে খুন। খুনের পর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করল অভিযুক্ত স্বামী। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঠাকুরপুকুরের ঘটনা

এসআইআর : বিএলও-দের দাবিতেই সমর্থন ব্রাত্য বসুর

প্রতিবেদন : স্কুলের নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে বিএলও-র কাজ করা সম্ভব নয়। এই অভিযোগে ফেটে পড়েছিলেন প্রশিক্ষণরত শিক্ষকরা। এবার তাঁদের সমর্থনে পাশে দাঁড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট জানান, কমিশনের উচিত ছিল এই বিষয়ে শিক্ষা দফতরকে জানানো। ওরা কোনও কমিউনিকেশনই করেনি। বিএলওদের ডিউটি করে এসআইআরের কাজ করা সম্ভব নয়। বিএলওদের দাবি সঠিক। সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানিয়ে বিষয়টি দেখা উচিত।

এদিন একইসঙ্গে এসআইআর নিয়ে বিজেপিকেও তুলোধোনা করেছেন ব্রাত্য বসু। মিজোরাম, অরুণাচল, অসম, ত্রিপুরায় এসআইআর হচ্ছে না তাহলে বাংলায় কেন? বিজেপি মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে। মতুয়ারা সতর্ক থাকুন। ভোটার তালিকা থেকে ৭০ লক্ষ থেকে ১ কোটি নাম বাদ দিতে চাইছে ওরা।

তিনি আরও বলেন, মায়ানমার মানে বার্মা। বার্মা থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল আজাদহিন্দ বাহিনী। ওই রাস্তাকে রোহিঙ্গাদের রাস্তা বলা মানে ইতিহাস বিকৃতি। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন মেজর জেনারেল—প্রেমকুমার সেহগাল, শাহনওয়াজ খান ও গুরবক্স সিং ধিলনের রাস্তা ওটা। তাঁদের তৎকালীন ভারত সরকার ঘুষপেটিয়া বলে গ্রেফতার করেছিল। তখন বিজেপি কোথায় ছিল?

শিক্ষামন্ত্রীর প্রশ্ন, রোহিঙ্গা কবি আলাওলের কবিতা কেন তাহলে এখনও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়? এত সহজে সংস্কৃতিকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে সাম্প্রতিক বেদিয়াপাড়া কাণ্ড। ব্রাত্য বলেন, বেদিয়াপাড়ার ঘটনা কোনও রাজনৈতিক তরজা নয়। আমি বলেছি পুলিশ তদন্ত করুক। তবে এটা রাজনৈতিক ঝামেলা নয়। সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তার উত্তর ওই কাউন্সিলরই দেবেন। এনিয়ে আমাদের আলাদা কোনও বক্তব্য নেই।

দমদমে গণধর্ষণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : দমদমে সপ্তম শ্রেণির নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ। আর অভিযোগ দায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপ নিল রাজ্য পুলিশ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তদন্তে বিরাট সাফল্য। শনিবার রাতেই ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল দমদম থানার পুলিশ। ধৃত রিকি পাসোয়ান, রাজেশ পাসোয়ান, সঞ্জয় সাহাকে রবিবার বারাকপুর আদালতে পেশ করে সাতদিনের হেফাজত চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যায় টিউশন শেষে বাড়ি ফেরার পথে বছর ১৪-র নাবালিকাকে এক টোটোচালক কৌশলে দমদমের ৫ নং ওয়ার্ড এলাকার হরিজন বস্তির একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানেই নাবালিকাকে আটকে রেখে সেই টোটোচালক ও তার তিন বন্ধু মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তারপর নাবালিকা বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে সব জানালে দমদম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই পুলিশ অভিযানে নেমে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও অবৈধভাবে আটকে রাখা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

■ পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তরা।

কমতে পারে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : এবার রাজ্য জুড়ে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। আগামী দু'-তিনদিনে প্রায় তিন ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা। তবে হালকা শীতের অনুভূতি হলেও এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়বে না। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। এই সপ্তাহের মাঝে ফের জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি বাড়বে উপকূল এলাকায়। এদিকে উত্তরবঙ্গে সোমবার থেকেই শুরু হবে শুষ্ক আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া উন্নত হবে। বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। বৃহস্পতিবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপকূলের জেলাগুলিতে। বেশি বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে বেশিরভাগ জেলাতেই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া এবং পরিষ্কার আকাশ থাকবে।

■ লেকটাউনের মিলন মেলায় জাগোবাংলা স্টলে পত্রিকার উৎসব সংখ্যা হাতে মন্ত্রী সুজিত বসু। রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরি-সহ অন্যরা। রবিবার।

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, পুরপারিষদ সুবীর ঘোষ-সহ কাউন্সিলর ও দলীয় নেতৃত্ব।

পুরনো চাকরি ফিরে পেলেন ১৬৬ জন

প্রতিবেদন : ২০১৬ সালের বাতিল প্যানেলের আনটেন্টেড চাকরিহারাদের মধ্যে যাঁরা আগে সরকারি স্কুলে চাকরি করতেন চাইলে তাঁরা পুরনো চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তেমনই চাকরিহারাদের ফের পুরনো কাজে ফেরানোর তোড়জোড় শুরু করেছিল বিকাশ ভবন। এবার তেমন ১৬৬ জন ফিরে পাচ্ছেন পুরনো চাকরি। ৬ নভেম্বর ওই ১৬৬ জনকে পুনরায় নিয়োগপত্র দেবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই ১৬৬ জনের মধ্যে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ ক্লাস রয়েছে। তবে এদের সকলেই যে পুরনো স্কুলে চাকরি পেয়েছেন, তেমনটা নয়। যাঁদের পুরনো স্কুলে শূন্যস্থান আছে তাঁদের সেখানে, বাকিদের পার্শ্ববর্তী কোনও স্কুলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা দফতর ৫৪৬ জনকে যাবতীয় নথি নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসে যোগাযোগ করতে বলেছিল। সেই মতো গত ২৫ অক্টোবর কাউন্সেলিং ছিল। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার আগেই জানিয়েছিলেন, এই সমস্ত শিক্ষকরা যে আবার নিজেদের পুরনো স্কুলেই ফিরে যেতে পারবেন তেমনটা নয়। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে জেলায় যেমন জায়গা ফাঁকা থাকবে সেই অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে তাঁদের। এতে সেই শিক্ষকরা নিজেদের জেলার স্কুল নাও হতে পারেন। এদিকে ৫৪৬ জন সংখ্যাটা যেহেতু কম নয় তাই খানিকটা সময় লাগলেও যত দ্রুত সম্ভব এসএসসি এই বিষয়টির সেরে ফেলতে চাইছে। সেই মতোই প্রথম ধাপে ১৬৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, আমি আগেই বলেছিলাম ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ দেবে এসএসসি। সেই মতোই নিয়োগ শুরু হচ্ছে।

আজও পুরুষরা ঘোমটা দিয়ে বরণ করেন জগদ্ধাত্রীকে

সংবাদদাতা, হুগলি : এই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে একই প্রথা। মাথায় ঘোমটা দিয়ে মা জগদ্ধাত্রীকে শেষ বেলায় বরণ করেন পুরুষরা। ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রী বারোয়ারিতে প্রাচীন এই প্রথা দেখতে আজও ভিড় জমায় বহু মানুষ।

ইতিহাস বলে, এই পুজোর পত্তন করেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান দাতারাম সুর। তিনি গৌরহাটিতে বাস করতেন। তিনি রাজার অনুমতিতে দুই বিধবা কন্যার ইচ্ছায় নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেই জগদ্ধাত্রী পুজো চলে আসে তেঁতুলতলায়। নাম হয় তেঁতুলতলা বারোয়ারি। যা বুড়িমা নামে পরিচিত হয়। ২৩৩ বছরে যে পুজোর রীতিনীতি বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

শোনা যায়, ইংরেজ শাসনকালে এই এলাকা জঙ্গলে ভরা ছিল। ঘুরে বেড়াত সাদা চামড়ার সৈনিকের দল। ফলে, ঘরের বাইরে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব ছিল। বাড়ির মহিলারা ছিলেন পর্দানশিন। তাঁদের স্থান ছিল বাড়ির অন্দরমহলেই। তাই তৎকালীন সময়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর আচার অনুষ্ঠান সবই সামাল দিতেন পুরুষরাই। এমনকী ঠাকুর বরণের ক্ষেত্রেও সেই প্রথা অব্যাহত থাকত। পরিবারের পুরুষরা মহিলাবেশে বাড়ির বাইরে ঠাকুরকে বরণ করতেন। আজও সেই প্রথা চলে আসছে। শাড়ি পরে মাথায় সিঁদুর দিয়ে মহিলাবেশে বরণ-ডালা হাতে জগদ্ধাত্রী বরণ করেন পুরুষরা। তারপর রীতি মেনে শোভাযাত্রায় বের হয় প্রতিমা।

■ আমতার বিএলএ-২ দের নিয়ে এসআইআর সংক্রান্ত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল। রয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

শিলিগুড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল এসএসবি

বৃষ্টি কমতেই দার্জিলিংয়ে খুলে গেল সরস মেলা, সিকিমে ফের তুষারপাত

■ ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় সরস মেলায় ভিড় পর্যটক, স্থানীয়রা।

■ সিকিমে ফের তুষারপাত। বরফে ছেকেছে রাস্তা, জারি সতর্কতা।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং: ভারী বৃষ্টির জেরে ফের বিপর্যয়ের সম্মুখীন উত্তর পাহাড়-সমতল। কালিম্পংয়ে ধস, বন্ধ হয়ে যায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় বন্ধ করে দেওয়া দার্জিলিংয়ের ম্যালে চালু হওয়া সরস মেলা। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের মেলা চালু হবে বলে জানানো হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর বন্ধ ছিল মেলা। ২ নভেম্বর রবিবার দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া স্বাভাবিক হতেই ফের চালু হল মেলা। ছুটির দিনে একইরকমভাবে মেলায় ভিড় জমান স্থানীয়-সহ পর্যটকরা। চলে কেনাকাটিও। মেলা ফের চালু হওয়ায় খুশি দোকানিরাও। এদিকে, দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া স্বাভাবিক হলেও ফের নাথু লা ও ছাঙ্গু এলাকা-সহ ভারত-চিন সীমান্তে শনিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে প্রবল তুষারপাত। একেবারে সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে সমগ্র এলাকা। এর মধ্য দিয়েই কার্যত শীতের আনুষ্ঠানিক আগমন ঘটল হিমালয়ের কোলে সিকিমে।

পূর্ব সিকিমের বিখ্যাত ছাঙ্গু (চোমগো) লেক ও নাথু লা এলাকায় রাত থেকেই শুরু হয় বরফ পড়া। স্থানীয়রা জানান, ভোরের দিকে চারপাশ একেবারে রূপকথার মতো সাদা বরফে ঢেকে যায়। এদিকে উত্তর সিকিমের লাচুংয়েও দেখা গেছে তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য। বরফে ঢেকে গেছে ঘরবাড়ি, রাস্তা ও পাহাড়ের ঢাল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটক ও গাড়িচালকদের সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ বরফে পিচ্ছিল রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

পুলিশকে নিয়ে সংঘের দোসর সংগঠন নেতার কুমন্তব্যের নিন্দা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিজেপি সাংসদের দাদাগিরির পর এবার পুলিশকে নিয়ে কুমন্তব্য আসএসএসের শাখা সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতার। রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরের বীরপাড়াতে সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন জানানোর শিবিরের উদ্বোধন করতে আসেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে পুলিশকে জুতোপেটা করার নিদান হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতার। পরে সাংবাদিকরা ফের তাঁকে ওই একই বিষয়ে প্রশ্ন করলে, ফের তিনি বলেন যে, হ্যাঁ আমি পুলিশকে জুতোপেটা করার কথা বলেছি। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় জেলার রাজনৈতিক মহলে। আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার জানান, বিজেপির নেতারা নোংরামির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কে কার থেকে বেশি খারাপ কথা বলতে পারে। এসআইআর হলে বিজেপির সিট ৫০-এর নিচে নেমে যাবে জেনে ওরা এমন ভুলভাল বকতে শুরু করেছে। আর যিনি পুলিশকে এই ধরনের হুমকি দিয়েছেন তিনি বিজেপির শাখা সংগঠনের নেতা।

প্রতিবাদে বৈঠক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: এসআইআরের আতঙ্কে একের এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। পরপর আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসছে। প্রতিবাদে পথে নেমেছে তৃণমূল, রাজ্যজুড়ে চলছে ধিক্কার। কেন্দ্রের বিজেপির এই হেনস্থার জবাব সাধারণ মানুষ দেবেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। রবিবার ইটাহার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বিধায়ক মোশারফ হোসেনের সহযোগিতায় ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার দলীয় নেতৃত্ব পঞ্চায়েত থেকে জনপ্রতিনিধি ও বিএলএ-দের নিয়ে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, ব্লক যুব সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন, ব্লক সভানেত্রী পূজা দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার, সহসভাপতি মজিবুর রহমান, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুন্দর কিস্কু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিধায়ক বলেন, সকলেই যাতে ভোটাধিকার পায় তার ব্যবস্থা করবে।

ছন্দে ফিরছে ময়নাগুড়ি, দুর্গতদের পাশে প্রশাসন

প্রতিবেদন: ভুটান, সিকিমের নদীর জলে প্লাবিত হয় উত্তরের একাধিক জেলা। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির একাধিক এলাকা। দুর্যোগ উপেক্ষা করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলেন দুর্গতদের কাছে। বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত। ভরসা দিয়েছিলেন মাথার ওপর ছাদ হারানো মানুষগুলোকে। পাশাপাশি জেলাপ্রশাসনকে মুখমন্ত্রী নির্দেশ দেন যেকোনও প্রয়োজনে দুর্গতদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রবল দুর্যোগ কাটিয়ে ছন্দে ফিরছে ময়নাগুড়ি। ত্রাণ শিবির থেকে বহু মানুষ ইতিমধ্যেই ফিরেছেন নিজেদের ভিটে বাড়িতে। প্রশাসনের উদ্যোগেই তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেকের গুরুত্বপূর্ণ নথি বন্যায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলিও তৎপরতার সঙ্গে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কালীপুজোর সময় কবলিত এলাকার শিশুরা যেন কোনওভাবেই মনখারাপ করে বসে না থাকে সে বিষয়টি মাথায় রেখেও প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয় মানবিক উদ্যোগ। বন্যাকবলিত এলাকার কচিকাঁচাদের নিয়ে শ্যামাপূজার প্যান্ডেল ঘোরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। জেলার যুব সভাপতি রামমোহন রায় বন্যাকবলিত ময়নাগুড়ি ব্লকের খাটো বাড়ি এবং তারাবাড়ি এলাকার প্রায় ৭০ জন শিশুকে নিয়ে এই পরিক্রমা করেন।

রাসের আগে ভাঙল ঘুম

১০৮ কলসি জলে স্নান মদনমোহনের

■ জল, গঙ্গাজল, ডাবের জল, দুধ, দই, মধু, ঘি দিয়ে সহস্রধারায় স্নান পর্ব।

সংবাদদাতা, কোচবিহার: চারমাস শয়নে থাকার পর রবিবার উত্থান একাদশীতে ১০৮ ঘটি জল ও দুধ, ঘি, দই দিয়ে স্নান করানো হল ছোট মদনমোহনকে। এদিন সকালে মদনমোহন বাড়িতে এই স্নান পর্বের আচার পালিত হয়। এরপর শুরু হয় বিশেষ পুজো। মদনমোহন মন্দিরের রাস জগদ্বিখ্যাত। বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ এই মদনমোহন দেবের পুজো দেখতে হাজির হন। ইতিমধ্যেই কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে শুরু হয়েছে রাসের প্রস্তুতি। মন্দির সূত্রে জানা যায়, উল্টোরথের পর যখন বড় মদনমোহন মাসির বাড়ি থেকে মদনমোহন বাড়িতে ফিরে আসেন সেসময় শয়নে যান ছোট মদনমোহন। চারমাস ঘুমিয়ে থাকার পর এদিন ঘুম থেকে ওঠেন তিনি। ঘুম থেকে ওঠার পর চলে স্নানের পর্ব, তারপর অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পুজো। রাস উৎসবের দিন বড় মদনমোহনকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসা হবে। সেসময় মূল মদনমোহন মন্দিরে ছোট মদনমোহনের পুজো হবে। কোচবিহারের রাজাদের আরাধ্য দেবতা মদনমোহন। তবে রাজা না থাকলেও দেবত্র ট্রাস্টের অধীনে হয়ে থাকে এই পুজো। যে কোনও শুভকাজ শুরুর আগেই কোচবিহারের বাসিন্দারা এখানে পুজো দিয়ে শুভকাজ শুরু করেন। শুধু তাই নয়, দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসেও পুজো দেন। তবে এখানে বড় ও ছোট মদনমোহন রয়েছে।

প্রয়াত বোনকে দেখতে যাওয়ার পথে মৃত্যু দিদির

সংবাদদাতা, মালদহ: বোনের মৃত্যুর খবর পেয়ে শেষ দেখা দেখতে রওনা হয়েছিলেন দিদি। কিন্তু বোনকে আর দেখা হল না, পথেই মৃত্যু হল তাঁরও। মালদহের ঘটনা। মৃতার নাম নুরজাহান বিবি (৬৫), বাড়ি গাজোলের পলাশডাঙা গ্রামে। রবিবার সকালে পাশের গ্রাম ভালুকডাঙায় তাঁর বোনের মৃত্যু হয়। এই খবর পেয়ে বোনের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন নুরজাহান বিবি। পথে ভালুকডাঙা রেল লাইন পার হওয়ার সময় মালদহ-বালুরঘাটগামী একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 November, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ন্যায্য ভোটারদের বাদ দিতে বিজেপি কমিশনকে কাজে লাগাচ্ছে : চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, বীরভূম : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমের ১১টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীরা জয়লাভ করতে চলেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রবিবার বীরভূম মহিলা কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত কর্মিসভায় দাবি করলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বলেন, এসআইআর নিয়ে ন্যায্য ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপির সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তৃণমূল গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখছে। আমরা সাধারণ মানুষকে সজাগ থাকার আবেদন জানাচ্ছি। পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীরা নিজেদের এলাকায় মানুষের সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে দেখে নেবেন, ২০০২-এর তালিকায় যেমন আছে ঠিক ২০২৫-এ নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তালিকায় আছে কি না। বহু জায়গা থেকে খবর আসছে ষড়যন্ত্র বৈধ ভোটারকে অবৈধ চিহ্নিত করে কমিশন বাদ দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, তা কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে দেব না। আগামী বছর ভারতের পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু এসআইআর হচ্ছে সেই চারটি রাজ্যে, যেগুলো বিজেপি-বিরোধী। অসমে করছে না, কারণ ওখানে ক্ষমতায় বিজেপি। কিন্তু বিজেপিকে বলতে চাই, এই রাজ্যের নাম বাংলা, মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনওভাবেই বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে দেওয়া হবে না। গত কয়েক দিনে এসআইআর আতঙ্কে চারজন আত্মহত্যা করেছেন। সোজাভাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ে তৃণমূলকে হারাতে না পেরে পিছনের দরজা দিয়ে বাংলা দখল করতে চায় বিজেপি। কিন্তু বাংলার মানুষ অত্যন্ত সজাগ এবং বুদ্ধিমান। উন্নয়নমুখী প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলার মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প বিজেপি যে হতে পারে না সেটা অতীতে যেমন মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও সেটা মানুষ বুঝিয়ে দেবে বিজেপিকে।

কর্মিসভায় বক্তা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মঞ্চে আছেন কাজল শেখ ও অন্যরা।

সবংয়ে বিএলএ-২ ও বুথ সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক

সংবাদদাতা, সবং : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে রবিবার বিকেলে বিশেষ বৈঠকে অংশ নিলেন সবং বিধানসভার বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। এদিন সবং বিধানসভার অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিএলএ-২ এবং বুথ সভাপতিদের নিয়ে বুথভিত্তিক রিপোর্ট সংগ্রহ করেন মন্ত্রী। মূলত এসআইআর নিয়েই বিশেষ ট্রেনিং দেন দলের বিএলএ-২ এবং বুথ সভাপতিদের। আগামী এক মাস নিজেদের বুথে বুথে পাড়ায় পাড়ায় বসে কাজ করতে হবে, বিএলওদের সহযোগিতা করতে হবে, বার্তা দেন সেচমন্ত্রী। মানস ছাড়াও ছিলেন সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, পিংলা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ সবেরাতি, সবং ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি নিশিকান্ত কর ও ব্লকের প্রত্যেকটি শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং বিধানসভার নেতৃত্ব।

এসআইআর আতঙ্কে হঠাৎপল্লির বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : নাম হঠাৎপল্লি। মেদিনীপুর শহরের এই পল্লি এখন খবরের শিরোনামে। কারণ ২০০২ সালের পর হঠাৎ গড়ে ওঠে এই এলাকা। এখানে বসবাসকারী প্রায় সকলেই বাংলাদেশি। তাই এসআইআর নিয়ে চিন্তিত এই এলাকার প্রায় শ'দুয়েক ভোটার। কারণ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই তাঁদের কারও। তবে তাঁরা চান এখানেই থাকতে। তাই সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, যেন তাঁদের দেওয়া হয় নাগরিকত্ব। এই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা ১৯৯৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশের ভোলা জেলা থেকে দফায় দফায় আসতে শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গে। এরপরই মেদিনীপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ডের এই হঠাৎপল্লিতে জায়গা কিনে তৈরি করেন বাড়ি। বর্তমানে সকলেই পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন এই হঠাৎপল্লিতে। যদিও ২০০২ সালের পরে একে একে সকলের হয়েছে ভোটার কার্ড। নামও উঠেছে ভোটার তালিকায়। কিন্তু ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকায় উদ্বিগ্ন তাঁরা। ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশ্বস্ত করেছেন আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য।

রবিবার বীরভূম লাভপুরের বুনিয়া গ্রামপঞ্চায়েতে মহিলাদের নিয়ে জনসভা করলেন বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। এই নির্বাচনী প্রস্তুতিসভায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নারীশক্তিকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে এসেছেন বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে, তা ভারতের কোনও মুখ্যমন্ত্রী পারেননি।

আন্ডারপাস জলমগ্ন, লাইন পেরোতে গিয়ে মৃত্যু ৩ শিশুর

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : আন্ডারপাসে জল জমে। রেল উদাসীন। তার জেরেই রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে মারা গেল তিন শিশু। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা নতুন শিবনগর এলাকায়। আহত আরও এক নাবালক। গুরুতর আহত অবস্থায় সে সুতির এক নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।

মৃত তিন নাবালকের নাম জিসান শেখ (৭), রিয়াত শেখ (৬) এবং আরিয়ান শেখ (৭)। এদের মধ্যে জিসান এবং রিয়াতের বাড়ি মেদিপুর গ্রামে এবং আরিয়ানের নতুন শিবনগর গ্রামে। মুবারক শেখ নামে বছর আটেকের এক নাবালক হাসপাতালে ভর্তি। যে এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তার নিচেই রেলের আন্ডারপাস। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেটি জলমগ্ন। তাই শিশুরা রেললাইনে খেলা করছিল। সেই সময় একটি মালগাড়ি এলে শিশুরা সরে পাশের লাইনে দাঁড়ায়। সেই লাইনে এসে পড়ে কামাখ্যা এক্সপ্রেস। মালদার দিকে যাচ্ছিল। ধাক্কায় তিনজন শিশুর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। তৃণমূলের নিমতিতা অঞ্চল সভাপতি সামিউল হকের দাবি, রেলের আন্ডারপাসে জল থাকায় শিশুরা রেললাইন পেরোতে গিয়েই দুর্ঘটনায় পড়ে। খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং জিআরপি-র কর্তারা পৌঁছে যান। তিন শিশুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। আরেক ঘটনায় আহিরণ রেল ব্রিজে দাঁড়িয়ে 'রিলস' তৈরির সময় শনিবার রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। নাম বাচ্চু ভৌমিক (৩৭)।

এসআরআই আতঙ্কে আত্মহত্যা কমিশনকে দায়ী স্বপন, রবীন্দ্রের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : এসআইআর আতঙ্কে জামালপুরের নবগ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক বিমল সাঁতরার মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশে শনিবার রাতে বিমলের বাড়িতে যান তৃণমূল জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ওই পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে ছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলেছে, বিষ খেয়েছেন। স্বপন বলেন, এসআইআর-এর আতঙ্কে আরও একটি আত্মহত্যা। এর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন। আতঙ্কে এর আগে অনেকজন আত্মহত্যা করেছেন, বর্ধমানে আরেকজন করলেন। জামালপুরের বিমল ধান রোয়ার কাজে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন। সেখানে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হন। প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার তাঁর দেহ বাড়িতে আনা হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের বাড়িতে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন সবাই। কেউ কেউ আতঙ্কে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে শুরু করে দিয়েছেন। জামালপুরের তৃণমূল বিধায়ক অলোক মাজি জানিয়েছেন, তাঁরা সর্বতোভাবে মানুষের পাশে আছেন। অহেতুক আতঙ্কিত না হতে বলছেন।

নানা ভাষা নানা মতের বাংলার ঐক্য তুলে ধরল মিলনোৎসব

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাঙালির প্রকৃত সংজ্ঞা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বাংলায় শুধু বাংলাভাষী মানুষ বাস করেন না, অবাঙালি বহু মানুষ মনেপ্রাণে বাংলার। সেই 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান'-এর বাংলায় মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শ মেনে বাঙালির বিস্তৃত অভিধা তুলে ধরতে মিলন মেলা করল নিতুড়িয়া থানার পারবেলিয়া শশিভূষণপ্রসাদ যাদব ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। তৃণমূলের অন্যতম কর্মী প্রয়াত শশিভূষণপ্রসাদ যাদবের স্মৃতিতে এই সোসাইটি দীর্ঘদিন মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। সোসাইটির অন্যতম কর্মী প্রয়াত নেতার ভাই, নিতুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শান্তিভূষণপ্রসাদ এদিন বলেন, দিদির আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন দাদা। তাঁর স্মৃতিতে গড়া সোসাইটি তাই মানুষের জন্য কাজ করে। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান— সবাই বাঙালি। বহু ভাষাভাষী বাংলার এই ঐতিহ্য নিয়েই মিলনমেলা করলেন তাঁরা।

নিতুড়িয়ায় সোসাইটির মিলন উৎসবে ভিড়।

পুরুলিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান নবেন্দু মাহালি বলেন, দুর্গাপুজো থেকে ছট, বাঁদনা থেকে সহরাই— সব এই বাংলার উৎসব। বিজয়া যেমন বাংলার মিলন উৎসব, তেমনই শুধু বাংলাই দেখিয়েছে, উৎসব সবার। ধর্ম উপলক্ষ্য, মূল বিষয় হল মিলন। সমাজমাধ্যমের যুগেও তাই এমন মিলন উৎসব মানুষকে টানে।

এদিন 'আমি বাংলায় গান গাই' গানটি শুনে উল্লসিত হয়ে ওঠেন শ্রোতারা। বিজেপির নাম উল্লেখ না করে বক্তারা বলেন, বাংলাকে যারা সংকীর্ণ চোখে দেখে, তারা কোনওদিন বাংলায় স্থান পাবে না। বাংলা থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

খাতড়া-সিমলাপাল রাজ্য সড়কে শনিবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারানোয় মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে দুটি পিকআপ ভ্যানের। পাঁপড়া ব্রিজের কাছে পাওয়ার হাউসের সামনে এই ঘটনায় আহত হন দুই গাড়ির চালক

এসআইআর নিয়ে জেলায় সক্রিয় তৃণমূল

অভিষেকের নির্দেশে পিংলায় এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র চালু

সংবাদদাতা, পিংলা : প্রত্যেক অঞ্চলে এসাইআর সংক্রান্ত সহায়তা কেন্দ্র খুলে মানুষকে সহযোগিতা করা হবে, শুক্রবার দলের নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ ব্লকের বড়বাসী এলাকায় পপরায়াড়া ৬/২ অঞ্চল তৃণমূলের তরফে খোলা হয় সহায়তা কেন্দ্র। সেখানে ইন্টারনেট, ল্যাপটপ-সহ দলের লোকজন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সনাতন বেরা বসেছেন। এলাকার মানুষ যা যা জানতে চান বা তাঁদের কী করণীয় তা সহায়তা কেন্দ্র থেকে জানানো হচ্ছে। দলের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই সহায়তা কেন্দ্র চালু থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

দুর্গাপুরে বিএলএদের প্রশিক্ষণে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : তিনটি ব্লকের তৃণমূলের বিএলএদের নিয়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের তথ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন দুর্গাপুর ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজীব ঘোষ, ২ নম্বর ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, ৩ নম্বর ব্লক সভাপতি সিফুল সাহা। বিএলএদের বোঝানো হয় তাঁরা কীভাবে এসআইআর নিয়ে কাজ করতে আসা বিএলওদের ছায়াসঙ্গী হয়ে সর্বক্ষণ থাকবেন। সাধারণ মানুষ কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁরা কীভাবে সাহায্য করবেন। প্রতিটি এলাকায় কীভাবে দলের তরফে মানুষের জন্য সহায়তা কেন্দ্র করতে হবে।

পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার অধীন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বিএলএদের নিয়ে এসআইআর বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

আইএনটিটিইউসি কর্মিসভায় কেন্দ্রকে তুলোধোনা ঋতব্রতর, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে এসআইআর

ঘাটাল

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সাংগঠনিক রদবদল হয়ে গিয়েছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো মিটতে শারদীয়ার পর একে অপরকে মিষ্টিমুখ করাতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হল বিজয়া সম্মিলনী। রবিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে ক্ষীরপাই টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনী ও এসআইআর নিয়ে বিশেষ কর্মিসভা। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সনাতন বেরার উদ্যোগে এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলোতে জনগণনা করতে পারছে না। অথচ ভোটের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসআইআর করার জন্য লেগে পড়েছে। রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কিছুতেই ক্ষমতা দখল করতে পারছে না। তাই পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। অন্যান্য রাজ্যে আন্তর্জাতিক বর্ডার থাকলেও সেই সব রাজ্যে না নজর দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ করে ভোটের আগে কেন এসআইআরের প্রয়োজন হল বুঝতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি, জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী, রাজ্য নেতৃত্ব আশিস হুদাইত এবং ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসির নেতা-কর্মীরা।

মঞ্চে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা। রয়েছেন সনাতন বেরা, অজিত মাইতি প্রমুখ। ডানদিকে, তৃণমূল কর্মীদের উপচে পড়া ভিড়।

সাইবার-জালিয়াতের খপ্পরে দুই খোয়ালেন সাড়ে ৩ লাখ টাকা

সংবাদদাতা, হলদিয়া : অভিনব কায়দায় আর্থিক প্রতারণার শিকার দুর্গাচক ও মহিষাদল থানা এলাকার দুই ব্যক্তি। ঘটনায় প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বেশি খোয়াতে হল দু'জনকে। দু'জনেই ইতিমধ্যে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশের সাইবার বিভাগ। জানা গিয়েছে, দুর্গাচকের বাসুদেবপুরের বাসিন্দা সুরেন্দ্রনাথ জানা সম্প্রতি সাইবার জালিয়াতির শিকার হন। তাঁর কাছে কয়েকদিন আগে ইলেকট্রিক বিল আপডেট করানোর নামে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন এবং বিল আপডেট করানোর জন্য হোয়াটসঅ্যাপে একটি লিঙ্ক পাঠানো হয়। ফাঁদে পা দিয়ে তিনি ওই লিঙ্কে ক্লিক করে কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারেন তাঁর মোবাইল হ্যাক হয়েছে। দিন কয়েক পর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে দেখেন তিন দফায় তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা তোলা হয়েছে। সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়েছেন বুঝে সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাচক থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অন্যদিকে মহিষাদলের কেশবপুরের সুধাময় গজেন্দ্র মহাপাত্রও সাইবার জালিয়াতদের খপ্পরে পড়েন। কয়েকদিন আগে ফোনে তাঁর ক্রেডিট কার্ড থেকে ৬৩ হাজার ৯৪১ টাকা উঠে যাওয়ার মেসেজ দেখতে পান। যেখানে একটি মার্কেটিং অ্যাপসের নাম দেখানো হয় এবং ডেবিট ওটিপি মেসেজ আসে। তবে ওটিপি শেয়ার না করা সত্ত্বেও ওই টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে উঠে যায়। তিনিও মহিষাদল থানায় টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য লিখিত অভিযোগ করেন। দুটি ক্ষেত্রেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্কুলের টাকা চুরির দায়ে ধৃত হিসাবরক্ষক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ৬ লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হল দুর্গাপুর বিধাননগরের এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অ্যাকাউন্টেন্ট ও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা মণীশ নারায়ণ। ওই স্কুলের পাশেই ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিউ টাউনশিপ থানার বিধাননগর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মণীশকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ৬ লক্ষ টাকা-সহ ওয়াশিং মেশিন এবং কুলার চুরির অভিযোগ করে। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে টাকা এবং চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধারের চেষ্টা চালাবে পুলিশ।

দাসপুরে ফের জালে নিষিদ্ধ সিরাপ-সহ ৬

সংবাদদাতা, দাসপুর: ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কে দাসপুরের বেলিয়াঘাটা এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিংয়ে জালে পড়ল প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ-সহ ৬ পাচারকারী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের বেলিয়াঘাটায় নাকা চেকিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুর্লভ সরকার, ঘাটালের সিআই-সহ দাসপুর থানার ওসি ও পুলিশকর্মীরা। দুর্লভ সরকার জানান, সপ্তাখানেক আগে দাসপুর থেকে কাফ সিরাপ-সহ ৩ পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। নাকা চেকিংয়ের সময় একটি গাড়ি চিহ্নিত করে আটকে চালক-সহ ৬ জনকে ফের ধরা হয়েছে। এক বস্তা কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে।

নবদ্বীপের রাসের থিমে গা-ছমছমে ভৌতিক রাজমহল

প্রতিবেদন : নবদ্বীপের রাস উৎসবে এবার আকর্ষণীয় থিম হয়েছে মালঞ্চপাড়ার আচার্যপাড়া লেনের গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পুজোয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহধর্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মভিটার কাছেই এই পুজোমণ্ডপের এ বছরের থিম 'পৌরাণিক ভৌতিক রাজমহল'। পাঁচ কাঠা জায়গা জুড়ে গা-ছমছমে থিম তৈরি হচ্ছে। উদ্যোক্তারা জানান, আলোআঁধারি পরিবেশ ও আবহসঙ্গীতের মাধ্যমে ভৌতিক রাজপ্রাসাদের দৃশ্য সামনে তুলে ধরা হবে। রাজমহলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজা-সহ রাজপরিবারের সমস্ত সদস্য পুড়ে মারা যান। সেই পরিবারের লোকজন ভূত হয়ে বাস করছেন। এই ভাবনার রূপায়ণে অভিনয়ে রয়েছেন মেমারির দুই মহিলা সহ ৬ কলাকুশলী। অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁরা ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা তুলে ধরবেন। আজ, সোমবার

থেকে ৯ নভেম্বর এই সাতদিন মণ্ডপ থাকবে। সঙ্গে চলবে রাসমেলা। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া সংঘের সম্পাদক শ্যামল দেবনাথ বলেন, একসময় আমরা গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় মূর্তি পুজো করতাম। পুজোর পরদিন সেই মূর্তি আড়ং অর্থাৎ শোভাযাত্রায় বের হত। তবে আড়ংয়ে অনেক প্রতিমা বের হওয়ায় অসুবিধা হত। সেজন্য আমরা ১০ বছর ধরে থিমপুজো করছি। সভাপতি কৃষ্ণগোপাল দেবনাথ বলেন, কমিটির দুই সদস্য পিন্টু চক্রবর্তী ও অজয় দেবনাথের পরিকল্পনাতেই এই থিম বানানো হচ্ছে। কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মভিটা দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য ভক্ত আসেন। তাঁরাও এই থিমপুজো দেখতেও ভিড় করেন। আজ, সোমবার সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন করবেন বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা। পুরপ্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহা, স্থানীয় কাউন্সিলার বৃন্দাবন মণ্ডল-সহ অন্যরা উপস্থিত থাকবেন। পুজো কমিটির তরফে দুস্থদের শীতবস্ত্র দেওয়া হবে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মভিটের সংস্কার করা মূল প্রবেশদ্বারটিরও উদ্বোধন করা হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 November, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিন দশক ধরে লাইন পারাপার মানুষের

আন্ডারপাসের দাবিতে উদাসীন রেল

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : খড়্গপুর ২ নং ব্লকের বাড়বাসী এলাকার ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের রেলপথ। দীর্ঘ ৩০ বছরের বেশি সময় ধরেই সেই রেললাইনের ওপর দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করে স্কুলপড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ। এমনকী রোগীকেও অ্যাম্বুল্যান্স থেকে নামিয়ে চ্যাংদোলা করে লাইন পারাপার করাতে হয়। এলাকাবাসী একাধিকবার রেলকে মাস পিটিশন, চিঠি দিয়েছেন। রেলের লোক এলাকা পরিদর্শন করেই ফের চুপ থেকে যায়। রেল লাইনের নীচে খালের জল শুকিয়ে গেলে মাস তিনেক যাতায়াত করা যায় সেই খাল দিয়েই। কিন্তু বছরের বাকি সময় জল ভরা থাকে খালে।

■ এই লাইন পেরিয়েই ঝুঁকি নিয়ে কাজে যান বাড়বাসী এলাকার মানুষ।

রেললাইনের পাশেই বাচ্চাদের স্কুল। লাইন পেরিয়েই নার্সিংহোম, ব্লক অফিস, হাইস্কুল, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। নিত্য প্রয়োজনেই যেতে হয় মানুষকে। প্রতিদিন কম করে হাজারের বেশি মানুষ তাই ঝুঁকি নিয়েই পারাপার করেন এই রেল লাইন। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত এই এলাকায় আন্ডারপাস বা রেলগেট তৈরি করা হোক। না হলে এই ব্যস্ততম রেললাইনে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পপরয়াড়া ৬/২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান সনাতন বেরা জানান, আমরা এই এলাকায় আন্ডারপাস বা রেলগেটের দাবি লিখিত জানিয়েছি রেলকে। রেলের লোকজন এসে দেখেও যায়। কিন্তু তার পরেই একেবারে চুপ থাকে। অথচ এই রেললাইন দিয়ে ২০টির বেশি গ্রামের লোকজন যাতায়াত করেন। আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মানবিক নয়। তাই তারা যেখানে মানুষের প্রয়োজন সেখানে কোনও কাজই করে না। এই বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সিনিয়র ডিসিএম নিশান্ত কুমার জানান, এই বিষয়ে ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলব। অমানবিক রেলের এই উদাসীনতায় ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর।

প্রয়াত রাজ্য তৃণমূল সহ-সভাপতি পাঁচবারের বিধায়ক মইনুল হক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : রবিবার সকালে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হল পাঁচবারের বিধায়ক তথা বর্তমানে রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি মইনুল হকের। বয়স হয়েছিল ৬৩। তিন মাসের বেশি তিনি কলকাতার দুটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রবিবার ভোররাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বর্ষীয়ান নেতার। মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে বরাবর 'স্ট্রংম্যান' হিসেবে পরিচিত মইনুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, উনি আমার রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন। গত একুশে জুলাই একসঙ্গে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাটাই। ফরাক্কায় ফিরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। আজই দেহ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। মইনুল হক ১৯৯৬ সালে প্রথমবার কংগ্রেসের টিকিটে ফরাক্কা থেকে জয়ী হন। পরে আরও চারবার ওই আসনেই কংগ্রেসের প্রতীকে জেতেন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে যদিও তৃণমূলের মনিরুল ইসলাম তাঁকে হারান। তবে তার এক বছরের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন ধরিয়ে ২০২২-এ তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন। নিজের কর্মদক্ষতায় কিছুদিনের মধ্যেই দলের রাজ্য সহ সভাপতি হন। এ বছর মাঝামাঝি সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে প্রথমে ধুলিয়ানের হাসপাতাল থেকে কলকাতার নার্সিংহোমে স্থানান্তর করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় স্নায়ুর চিকিৎসায় অন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন মইনুল হকের মৃত্যু হয়।

এসআইআর নিয়ে দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের নানা কর্মসূচি

সিউড়িতে সচেতনতা শিবির

■ অনুষ্ঠানে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : রবিবার সিউড়ি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এসআইআর নিয়ে সচেতনতা শিবির করল তৃণমূল কংগ্রেস। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি শহর তৃণমূল সহ-সভাপতি রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিংকি দাশ-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ওয়ার্ডের সমস্ত ভোটারকে নিয়ে এই শিবির হয়। তাঁদের এসআইআর নিয়ে সচেতন করা হয়। যাতে ষড়যন্ত্র করে বিজেপি ভোটারদের নাম বাদ না দিতে পারে সেই বিষয়ে সকলকে অবগত করা হয়। এই ওয়ার্ডে ৮টি বুথের চারটি বুথের ভোটারদের নিয়ে কথা বলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বাকি চারটি বুথ নিয়ে হবে এরকম সচেতনতা শিবির।

পিংলায় কর্মসূচি নেতা-কর্মীর

■ কর্মসূচিতে উপস্থিত ব্লকের নেতা ও কর্মীরা।

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলার পিংলা ব্লকের জামনা এলাকায় পিংলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহ সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মাইতি-সহ একাধিক নেতৃত্বের ডাকে এসআইআর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হল রবিবার। ব্লক সহ সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল আইএনটিটিইউসি সভাপতি স্বপনকুমার মণ্ডল, পিংলা পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ রফিজুল ইসলাম, পিংলা ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী, ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মৈত্রী জানা সামন্ত, তৃণমূল নেতা চণ্ডীচরণ সামন্ত, শিবশংকর দাস-সহ পিংলা ব্লকের দশটি অঞ্চলের তৃণমূল নেতৃত্ব, কর্মী ও বিএলএ-রা।

অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

ডায়াবেটিসের চিকিৎসার নতুন পথ খুলে দিয়েছে। হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সুজয় ঘোষের নেতৃত্বে সেই চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন বাংলার ১৫টি জেলায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় আধুনিক পন্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নানাভাবে নিয়েছে। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে মারণ টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে বাংলা যে নতুন দিশা দেখিয়েছে, সেটাই বিশ্ব-সম্মেলনে তুলে ধরা হবে। এসএসকেএম-এর চিকিৎসকদের সেই অগ্রণী ভূমিকা তুলে ধরেন হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অন্যতম ডিরেক্টর জেন বাখম্যান। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের চিকিৎসা না হলে মৃত্যু অবধারিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এই ব্যয়বহুল ও জটিল চিকিৎসায় বহু ক্ষেত্রেই চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হত শিশুদের। সেখান থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ২০২২ সালে প্রথমবার এসএসকেএম-এর চিকিৎসকরা এই চিকিৎসার একটি মডেলের পাইলট প্রকল্প শুরু করেন ৫ জেলায়। সেখানে রোগ নির্ণয়, পরিচালনা, প্রয়োজনীয় রেফার, পুনর্বাসনের পাশাপাশি রোগীদের যথাযথ তালিকা মেনে চলা ও ফলোআপে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে রাজ্যের ১৫ জেলার ১,৫০০ শিশু এই প্রকল্পে চিকিৎসা পাচ্ছে।

গত শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালে আসেন জেন বাখম্যান। এসএসকেএম হাসপাতালের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর দাবি, এই নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ ক্লিনিকটি ভারতের মতো সম্পদের দিক থেকে দরিদ্র দেশে একটি বাস্তব সমাধান। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি কনফারেন্সে এই বিষয়টি আমরা তুলব। আমরা চাই ডাঃ ঘোষ ভারতে আমাদের এই নেটওয়ার্কের পরিচালকের দায়িত্ব নিন। বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তিন গুরুত্বপূর্ণ রোগ নিরাময় নিয়ে কার্যক্রমে একজন পরিচালকের ভূমিকায় রয়েছেন জেন বাখম্যান।

সাধারণ সম্পাদক কাপ ক্রিকেটের প্রস্তুতি সভা করল টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রবিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের লোধাশুলি পথের সাথী গেস্ট হাউস সংলগ্ন একটি রিসর্টে অনুষ্ঠিত হল টিম অভিষেক ঝাড়গ্রামের বিজয়া সম্মিলনী ও পঞ্চম বর্ষ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিসভা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম পরিবারের কর্ণধার তথা ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত-সহ অনেকে। অনুষ্ঠানে ঝাড়গ্রামের দুটি ক্লাবকে টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম পরিবারের তরফে জানানো হয় সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে সুমন সাহু বলেন, এই বছর প্রথমবারের মতো টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম পরিবারের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত সকলকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। পাশাপাশি, পঞ্চম বর্ষ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। বলেন, কোথায় এবারের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে, তা দু-একদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন অংশগ্রহণ করবে।

■ সূচনায় সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত।

ক্রিকেট লিগে মাঠে বিধায়ক

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাড়তলা হাইস্কুল মাঠে আমরা ক'জনের তিনদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে মাঠে উপস্থিত হন ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া প্রমুখ। ম্যাচে জয়ী জে বি স্টার কেশপুর, রানার্স মেচেগ্রাম ইলেভেনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক।

বিএসএফের প্রহার

(প্রথম পাতার পর)

আমায় ব্যাপক মারধর করেছে। তিন-চারটে কনস্টেবল পায়ে শিকল বেঁধে দেয়। একজন টেনে ধরে। তারপর আমার পিছনে অনবরত প্রহার করতে থাকে। খালি বলছে, বল তুই বাংলাদেশি। স্থানীয়দের দাবি, এই এলাকায় আগেও বিএসএফ এমন অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে।

বিএসএফের এই ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, সীমান্ত এলাকায় এ-ধরনের জোরজুলুম প্রায়ই ঘটে চলেছে। এরা সীমান্ত ঠিকমতো পাহারা দিতে পারে না, অনুপ্রবেশকারী বা চোরাচালান ঠেকাতে পারে না, ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। আর স্থানীয় মানুষজনকে নিগ্রহ করার ব্যাপারে বিএসএফ অতি-তৎপর। রফিকুলের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার রাতে বেঙ্গালুরুর রিচমন্ড সার্কেল এলাকায় একটি অ্যাম্বুল্যান্স পরপর ৩টি বাইককে ধাক্কা মেরে ধাক্কা খায় একটি পোস্টে। মৃত্যু হয় দু'জনের। অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিগন্যাল ফেল করে এই দুর্ঘটনা ঘটায়

দিল্লি দরবার

দালাল-অনুপ্রবেশকারী মুক্তাঞ্চল

২০০০ টাকা দিলেই অবাধে সীমান্তপার বিজেপির ত্রিপুরায়!

আগরতলা: বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে যখন বাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত মিথ্যাচার করে চলেছে বিজেপি, তখন গেরুয়া ত্রিপুরাতেই টাকার বিনিময়ে অবাধে চলছে সীমান্ত পারাপার। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বের এই সীমান্তরাজ্য। কাঁটাতারের বেড়ার পরোয়া না করেই বিএসএফের মদতে বিজেপির ত্রিপুরায় রমরমিয়ে চলছে অনুপ্রবেশরাজ। স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ, দালালদের হাতে ২০০০ টাকা ধরিয়ে দিলেই বাধাহীন

অনুপ্রবেশ। শনিবার রাত থেকেই অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। তথ্যের দাবি, অবৈধভাবে বাংলাদেশিদের এপারে আনার ব্যাপারে দালালচক্র সবচেয়ে সক্রিয় খোয়াই মহকুমায়। আশারাম বাড়ি বিধানসভা এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের স্রোত রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। গত ৩ মাসে বিএসএফের ৭০ ব্যাটালিয়নের সামনেই কাতারে কাতারে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটছে বলে অভিযোগ। বাচাইবাড়ি থেকে চামুবস্তি, গোপালনগর, বিদ্যাবিল সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় দালালচক্র। টাকার বিনিময়ে শুধু সীমান্ত পারাপারই নয়, রীতিমতো গাড়িতে চাপিয়ে ওই বাংলাদেশিদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে খোয়াই শহরে। প্রশ্ন উঠেছে, কী করছে বিএসএফ? তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা শাখাও কি কোনও খবরই রাখে না? নাকি সব দেখেও না দেখার ভান করছে তারা? স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে করঙ্গী ছড়া সীমান্ত এলাকায় ভারতে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে ১১ জন বাংলাদেশি। তাদের কাছে ২০০০ টাকা করে আদায় করে গ্রামেরই এক যুবক। তারপরে দুটি অটোরিকশায় চাপিয়ে তাদের খোয়াই শহরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু সোমবেড়িয়া বাজারে অটোদুটি আটকান স্থানীয় বাসিন্দারা। যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় তারা আসলে বাংলাদেশি। তারপরেই গণধোলাই শুরু হয় ২ অটোচালককে। পুলিশ ছুটে এলেও হিমশিম খেয়ে যায় উত্তেজিত জনতাকে সামাল দিতে। পুলিশের গাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করে স্থানীয় মানুষ। জনরোষের চাপে পড়ে পুলিশ ১১ জনকেই ধরে নিয়ে যায়।

বিজেপি জমানায় অপরাধের স্বর্গরাজ্য রাজধানী

এক দশকে দিল্লিতে নিখোঁজ ১ লক্ষ ৮৪ হাজার নাবালক

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

বিজেপি শাসিত দিল্লি ক্রমেই হয়ে উঠছে অপরাধের মুক্তাঞ্চল। সারা বছরই এখানে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, অপহরণ, মহিলাদের উপরে নৃশংস অত্যাচার লেগেই থাকে। বিজেপি জমানায় রাজধানীতে অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এর পাশাপাশি দিল্লি জুড়ে নাবালক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাও বাড়ছে মারাত্মকভাবে। দেশের রাজধানী দিল্লিতে গত এক দশকে নিখোঁজ হয়েছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার নাবালক। শুনতে অবাক লাগলেও এই ঘটনাই সত্যি বলে স্বীকার করে নিয়েছে দিল্লি পুলিশ। একইসঙ্গে দিল্লি পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, এই ১ লক্ষ ৮৪ হাজার নিখোঁজ নাবালকের মধ্যে ৫০,৭৭১ জনের এখনও কোনও

খোঁজ মেলেনি। এর পরেই প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে, এত বিপুল সংখ্যক নাবালক কেন নিখোঁজ হচ্ছে দেশের রাজধানী দিল্লিতে? কেনই বা তাদের এক-তৃতীয়াংশের কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না বছরের পর বছর? গোটা বিষয় নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন দিল্লি পুলিশের বড় কর্তারা। একইরকমভাবে নিরুত্তর বিজেপি পরিচালিত দিল্লি সরকারের মন্ত্রীরাও। তাৎপর্যপূর্ণ হল, দিল্লি পুলিশ সূত্রের দাবি, গত কয়েক বছরের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যায় নাবালক নিখোঁজ হয়েছে ২০২৪ সালে, সংখ্যা ১৯,০৪৭। তার আগে ২০২৩ সালে ১৮,১৯৭ এবং ২০১৯ সালে ১৮,০৬৩টি নাবালক নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। গোটা দেশ যখন করোনা অতিমারির প্রভাবে ধুঁকছে এবং লড়াই করছে বেঁচে থাকার জন্য, সেই সময়েও দিল্লিতে নাবালক নিখোঁজের ঘটনা থেমে থাকেনি। দিল্লি পুলিশ সূত্র দাবি করছে, করোনা শুরুর বছর বড় সংখ্যায় নাবালক নিখোঁজ হয়েছে, তার মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ৯৮,০৩৬। এদের মধ্যে ৭০,৬৯৬ জনকে খুঁজে বার করতে পেরেছে দিল্লি পুলিশ। বাকিদের এখনও কোনও হদিশ নেই। বিজেপি পরিচালিত সরকার বা প্রাক্তন আম আদমি পার্টির সরকার, দিল্লিতে ক্ষমতাসীন কোনও সরকারই এই নাবালক নিখোঁজের দায় নিতে নারাজ। এর জেরেই তৈরি হচ্ছে গভীর আতঙ্ক।

মন্দিরে পদপিষ্ট-মৃত্যু, নিরাপত্তায় গাফিলতির কথা স্বীকার পুলিশের

শ্রীকাকুলাম: অদ্ভুত অজুহাত! মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল অন্তত ১২ জনের, অথচ ঘটনার নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার না করে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে বসলেন, ভগবানের ইচ্ছাতেই না কি এমন ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। আসলে মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় নিজের দায় ঝেড়ে ফেললেন হরিমুকুন্দ পান্ডা। ওড়িশার এই বাসিন্দা অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের শ্রীভেঙ্কটেশ স্বামী মন্দির নির্মাণ করান। শনিবার সেখানে পদপিষ্ট হয়ে দুই শিশু-সহ অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীকাকুলামের পুলিশ এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছে, ওই মন্দিরে নিরাপত্তায় অনেক গাফিলতি আছে। ভিতরে আসা এবং বাইরে যাওয়ার রাস্তা একটাই। ভিড়ের চাপে স্টিলের রেলিং ভেঙে যাওয়ার ফলেই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকেই যদিও চলছে দোষ চাপানোর খেলা। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এই ঘটনার জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের উপরে সব দোষ চাপিয়েছেন। কিন্তু এই মন্দিরের নির্মাতা, ৯৪ বছরের হরিমুকুন্দ পান্ডা জানান, এই ঘটনার জন্য কেউই দায়ী নন। ভগবানের ইচ্ছেতেই সবকিছু হয়েছে। শ্রীকাকুলামের কাসিবুগ্গার পলাশ মণ্ডলে তিরুমালার আদলে ভেঙ্কটেশ স্বামী মন্দির নির্মাণ করা হয়। মাস চারেক আগে এই মন্দির জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বেশ ঔদ্ধত্য নিয়েই তিনি বললেন, ব্যক্তিগত জায়গায় মন্দির তৈরি করার পরে কেন তিনি পুলিশ বা প্রশাসনকে জানাতে যাবেন? পুলিশ অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সফল উৎক্ষেপণ কৃত্রিম উপগ্রহের

বেঙ্গালুরু: ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য দেশের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের। রবিবার বিকেলে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ 'সিএমএস-০৩' সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হল। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে ৫টা ২৬ মিনিটে নির্ধারিত সময়েই উৎক্ষেপণ করা হয় এই ভারী কৃত্রিম উপগ্রহটি। ৪৪১০ কেজি ওজনের এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশে পৌঁছে দেবে ভারতের তৈরি এলভিএম৩-এম৫ রকেট। জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট (জিটিও)-তে প্রতিস্থাপন করা হবে উপগ্রহটিকে।

বিহারে চলছে জঙ্গলরাজ এনডিএকে তোপ তেজস্বীর

পাটনা: ভোটের মুখের বিহারে খুনের ঘটনা নতুন নয়। সম্প্রতি বিরোধী দলের এক নেতা খুনের ঘটনা নিয়ে নীতীশ ও বিজেপি জোট সরকারকে তুলোধোনা করলেন তেজস্বী যাদব। এনডিএ জোট সরকারকে তোপ দেগে তেজস্বী বলেন, বিহার মহাজঙ্গলরাজে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর রোড শো করছেন অথচ বিহারে খুন অপরাধের ঘটনায় তাঁর নজর নেই। রবিবার আরজেডি প্রধান তেজস্বী এইভাষাতে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন।

বিহারের একাধিক প্রান্তে অপরাধের ঘটনা ঘটছে। আরা, রোহতাসে বাবা ছেলেকে খুন করা হয়েছে। বিহারে গুলি, খুনের ঘটনা ইদানিং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মোদিকে কটাক্ষ করে বিহারে আইনশৃঙ্খলার অবনতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তেজস্বী। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী গুজরাতে কারখানা তৈরি করছেন কিন্তু ভোটে জিততে চাইছেন বিহারে। তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে তেজস্বী বলেন, গত ১০ বছরে এনডিএ সরকার বিহারে কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেননি। এখন ১ কোটি চাকরি প্রতিশ্রুতির নামে বিহারে নতুন করে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন।

যমুনা সংস্কার নিয়ে মিথ্যাচার বিজেপির

নয়াদিল্লি: বিহার ভোটের আগে দিল্লিবাসী বিহারীদের মন পাওয়ার লক্ষ্যে ছটপুজোকে কেন্দ্র করে যে মিথ্যের জাল বুনেছিল বিজেপি, তার আসল স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে গেছে ছট মেটার সঙ্গে সঙ্গেই। ছট শেষ হয়েছে ২৮ অক্টোবর। তারপরেই সামনে এসেছে যমুনার আসল ছবি। বৃহস্পতিবার দিল্লির প্রধান বিরোধী দল আম আদমি পার্টি যমুনার বর্তমান ছবি প্রকাশ করেছে। এই ছবিতেই দেখা যাচ্ছে চারপাশে রাশি রাশি আবর্জনা নিয়ে যমুনা পড়ে আছে আগের মতোই, সংস্কারের কোনও নামই নেই। ওদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

দিল্লি ছেড়ে উড়ে গেছেন বিহার। সেখানে বিধানসভা ভোটের প্রচারে ব্যস্ত তিনি। দিল্লিতে যমুনা পরিষ্কারের কাজে দেখা যাচ্ছে না বিজেপির কোনও নেতা বা দিল্লি সরকারের অন্য কোনও মন্ত্রীকেও। পুরো ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছে কংগ্রেসও। তাদের দাবি, রেখা গুপ্তার দল ও সরকারের যাবতীয় ময়লা এখন ফের যমুনাতেই মিশবে। দিল্লির চারপাশ দিয়ে বয়ে চলা যমুনা নদীর হাল কতটা খারাপ তা খালি চোখেই দেখা যায় সারা বছর। এরপরেও বিজেপি দিল্লি জুড়ে প্রচার চালায়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে সরিয়ে দিল্লিতে ক্ষমতায় বসার পরেই তারা যমুনার পুরো সংস্কার করে ফেলেছে এবং যমুনাকে পুরোপুরি দূষণমুক্ত করে ফেলেছে। প্রমাণিত হল, বিজেপির দাবি ডাহা মিথ্যে।

পুজো দিয়ে ফেরার পথে যোধপুরে দুর্ঘটনায় হত ১৮

বেঙ্গালুরু: মন্দিরে পুজো দিয়ে আর ঘরে ফেরা হল না। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারল একটি ট্রাভেলার গাড়ি। প্রাণ হারালেন অন্তত ১৮ জন। গুরুতর জখম আরও অন্তত ৫ জন। মমান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের যোধপুর শহরের ভারতমালা এক্সপ্রেসওয়েতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় যোধপুর থেকে ২২০ কিমি দূরে কোলায়াত মন্দির দর্শন করে ট্রাভেলার গাড়িতে ফিরছিলেন পালোডি এলাকার একদল বাসিন্দা। পথেই এই মমান্তিক দুর্ঘটনা। এদিকে রাজস্থানের কোটায় স্কুল ভ্যান এবং গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই শিশুর। জখম হয়েছে আরও অন্তত ৫ জন।

হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল বিল্ডিংয়ে আচমকাই বিস্ফোরণ। তারপরেই ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল দু'জনকে। আশঙ্কা করা হচ্ছে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ওই দু'জনই। কারণ অজানা। কোনও হতাহতের খবর নেই

মেক্সিকোর মার্কেটে বিস্ফোরণ মৃত ২৩ শিশু! আহত অন্তত ১১

সোনোরা (মেক্সিকো): ভরাবাজারে আচমকাই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ। তারপরেই শিশুদের আর্তনাদ, কান্না। মুহূর্তের মধ্যেই নিথর অন্তত ২৩টি নিষ্পাপ শিশুর দেহ। শনিবার বিকেলে এমনই এক মর্মান্তিক দৃশ্যের সাক্ষী হল মেক্সিকোর এক ভিড়েঠাসা সুপার মার্কেট। মেক্সিকোর সোনোরা প্রদেশের হারমোসিলো শহরের সুপার মার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণের জেরে ২৩ জন শিশুর মৃত্যুতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার বিকেলের এই ঘটনায় অন্তত ১১ জন আহত বলে খবর। জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায়। কেঁপে ওঠে চারপাশ। আতঙ্কিত মানুষজন প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল। জনপ্রিয় বাজারে কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে নাশকতামূলক হামলার তত্ত্ব খারিজ করেছেন সোনোরা প্রদেশের গভর্নর আলফনসো ডুরাজো। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি গভর্নরের সঙ্গেও তিনি সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন বলে জানিয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাদক-বিরোধী অভিযানে সাঁজোয়া, ব্রাজিলে খতম ১২১

রিও ডি জেনেরিও: অভূতপূর্ব মাদকবিরোধী অভিযান চলছে ব্রাজিলে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ওই অভিযানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১২১ জনের। মাদক-সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে আকাশে উড়ছে ড্রোন, সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার। পথে নেমেছে সাঁজোয়া গাড়ি। ব্রাজিলের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় পুলিশি অভিযান। রিও ডি জেনেইরোর সবচেয়ে বড় অপরাধী সংগঠন কমান্ডো ভেরমেলহোকে গুঁড়িয়ে দিতে চলছে এই অপারেশন। রাজনৈতিক অপরাধীরা ১৯৭০ সালে কারাগারে বসে তৈরি করেছিলেন এই সংগঠন। এখন এর সদস্য প্রায় ৩০ হাজার।

বাঙালিদের অপমান করছে বিজেপি

গুয়াহাটি: অসমের বরাক উপত্যকায় একটি অনুষ্ঠানে সোমবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানের প্রথম দু'লাইন গাওয়ার জন্য এক কংগ্রেস নেতাকে সরাসরি আক্রমণ করে বিজেপি। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব। তাঁর মন্তব্য, অসমের মুখ্যমন্ত্রী বারবার নতুন রাস্তা খুঁজে বের করছেন অসমের বাঙালিদের বাংলাদেশি সাজানোর। তিনি বাঙালিদের অপমান করছেন।

লন্ডনগামী ট্রেনে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ দুই দুর্বৃত্তের, গুরুতর জখম ১০

লন্ডন: কেমব্রিজশায়ারের কাছে যাত্রীঠাসা ট্রেনে আচমকাই হামলা চালাল দুই সশস্ত্র ব্যক্তি। ডনকাস্টার থেকে লন্ডনের কিংস ক্রস স্টেশনমুখী ট্রেনটিতে এলোপাথাড়ি ছুরির আঘাতে জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন যাত্রী। শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪ মিনিট নাগাদ এই হামলা। কিন্তু কেন হঠাৎ এই হামলা? এখনও পর্যন্ত অন্ধকারে পুলিশ-প্রশাসন। প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। ট্রেনের ভিতরে রক্তগঙ্গা বইছিল সেই সময়ে। একদিকে জখমরা রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছেন, অন্যদিকে আতঙ্কিত যাত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে শৌচাগারে লুকিয়ে পড়ছিলেন। খবর পেয়েই হাটিংডনের একটি স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে বিশাল পুলিশবাহিনী। অ্যাম্বুল্যান্সে করে জখম যাত্রীদের নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পরে জানিয়েছে, হান্টিংডনগামী একটি ট্রেনে একাধিক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতের ঘটনার তদন্ত চলছে। দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেমব্রিজশায়ার পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৯ জনের আঘাত বেশ গুরুতর। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা গিয়েছে, ট্রেনটি উত্তর-পূর্বের ডনকাস্টার থেকে লন্ডনের কিংস ক্রস স্টেশনে যাচ্ছিল। উইকএন্ড বলে ট্রেনে অন্যদিনের থেকে ভিড় একটু বেশি ছিল। হঠাৎ একটা বড় ছুরি নিয়ে আততায়ীরা যাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোটা কামরায় শোরগোল পড়ে যায়। পালাতে গিয়ে যাত্রীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ট্রেনের দরজা খুলতেই বড় ছুরি হাতে নিয়ে এক আততায়ী পালাতে গেলে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার এই ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমার সমবেদনা। এ ছাড়া জরুরি পরিষেবার প্রতিটি সদস্যকে তাঁদের তৎপরতার জন্য ধন্যবাদ। ওই এলাকায় থাকা সমস্ত মানুষকে পুলিশের পরামর্শ মেনে চলার অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত, ২০১১ সাল থেকে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ছুরিকাঘাতের অপরাধ ক্রমাগত বাড়ছে।

ব্রিটেনে বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর বন্দুক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকার পরেও স্টার্মার ক্রমবর্ধমান ছুরি অপরাধকে জাতীয় সংকট হিসেবে মনে করছেন। জনসমক্ষে ছুরি বহন করলে চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানানো হয়েছে সরকারের তরফে।

ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে মাদক-বোঝাই ডুবোজাহাজ ধ্বংস মার্কিন সেনার

ওয়াশিংটন: মাঝসমুদ্রে ফের রুদ্ধশ্বাস নাটক। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে মার্কিন বাহিনী ধ্বংস করে দিল একটি আস্ত জাহাজ। মৃত্যু হল অন্তত ৩ জনের। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, ওই জাহাজে করে নিষিদ্ধ মাদক পাচার করছিল সন্ত্রাসবাদীরা। লক্ষণীয়, মাত্র কিছুদিন আগে এই ক্যারিবিয়ান সাগরেই হামলা চালিয়ে একটি ডুবোজাহাজে ধ্বংস করেছিল মার্কিন সেনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ওই ডুবোজাহাজে গুপ্তপথে মার্কিন মুলুকে মাদক নিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছিল সন্ত্রাসবাদীরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। মার্কিন সেনা দু'জনকে খতম করে ডুবিয়ে দেয় জাহাজটি। আটক করে কলম্বিয়া এবং ইকুয়েডরের একজন করে বাসিন্দাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেদিন দাবি করেছিলেন, ডুবোজাহাজটি ধ্বংস করে অন্তত ২৫,০০০ হাজার মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি। তথ্যের দাবি, সেপ্টেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে ১৫টি মাদকবিরোধী বিশেষ অপারেশন চালিয়েছে আমেরিকা। তাদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৬৪ জন। সবচেয়ে বড় কথা নিহতদের সকলেই আদৌ মাদকপাচারে যুক্ত ছিলেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই মাদকপাচার রোখার কারণ দেখিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ জেনারেল ফোর্ড ভেনেজুয়েলার উপকণ্ঠে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে নৌসেনা-সহ মোতায়েন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

দেশে জন্মালেই ভোটাধিকার মিলবে! শাহর মন্তব্যে বিতর্ক

প্রতিবেদন : ধিক্কার অমিত শাহ! আপনি আবারও এক ন্যক্কারজনক মন্তব্য করে বসলেন দেশের নাগরিকদের নিয়ে। সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে আপনি বললেন— ভারত কোনও ধর্মশালা নয়। যারা এই দেশে জন্মেছে, কেবল তারাই ভোট দেওয়ার অধিকার পাবে। তাই যদি হবে, তাহলে তো বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম লালকৃষ্ণ আদবানি বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরেরও ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়। অমিত শাহজি, আপনার যুক্তি মানলে, সমগ্র মতুয়া সম্প্রদায়— যাঁদেরকে নাগরিকত্বের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে প্রতারিত করে চলেছেন— তাঁরাও সকলেই বিদেশি। আপনাদের মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বিদেশি, বিদেশি লালকৃষ্ণ আদবানিও! তাই নয় কি?

অমিত শাহর ওই অসাংবিধানিক ও ন্যক্কারজনক মন্তব্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল তোপ দেগেছে, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে এসআইআর করা হচ্ছে না— এতেই পরিষ্কার, দেশের ভূগোল বা মানচিত্র সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও রাখে না বিজেপি। এখন দেখছি, ভারতের ইতিহাস সম্পর্কেও বিজেপির অজ্ঞতা একইরকম। আজকের ভারত গঠিত হয়েছে দেশভাগের পর— সেই বাস্তবতাই আমাদের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। অমিত শাহর এমন হাস্যকর মন্তব্যের মানে দাঁড়ায় যে, যাঁরা দেশভাগের পরে ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং বৈধভাবে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী', যাঁদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়! অমিত শাহর যুক্তি অনুযায়ী, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা প্রতিটি বাঙালিই 'অবৈধ অভিবাসী'। তাঁদের সন্তান, নাতি-নাতনি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাঁরা এই মাটিতে বড় হয়েছে, কাজ করেছে, দেশের উন্নয়নে অবদান রেখেছে— তাঁদের ভোটাধিকারও নেই!

তৃণমূলের সাফ কথা, বাংলার প্রতিটি মানুষকে এই বিপজ্জনক খেলাটা বুঝতে হবে। বিজেপির লক্ষ্য একটাই— বাংলাকে বিভাজন করা, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং কোটি কোটি বাঙালিকে 'অবৈধ' বলে চিহ্নিত করা। প্রথমে অমিত শাহ তাঁর কো-অপারেশন মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিবকে দিয়ে এসআইআর চাপালেন। এখন তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলছেন মানুষের নাগরিকত্বের ওপর। আমরা বহুবার বলেছি, এসআইআর আসলে এনআরসির বিকল্প রূপ, একেবারে গোপনে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নাম করে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফাঁদ। অমিত শাহ এদিন নিজের মুখে সেই সত্যিটা স্বীকার করে ফেললেন।

টানা বৃষ্টিতে আটকে পড়েছেন এভারেস্টের কয়েকশো পর্যটক

কাঠমান্ডু: ৩ দিনের টানা বৃষ্টিতে ঘোর বিপাকে নেপালের এভারেস্ট অঞ্চলের পর্যটকরা। প্রতিকূল আবহাওয়ায় আটকে পড়েছেন কয়েকশো পর্যটক। বহু উড়ান বাতিল হওয়ায় কার্যত বন্দি অনেক পর্যটক। লুকনার তেনজিং হিলারি বিমানবন্দরে একটানা ৩ দিন ধরে স্থগিত রয়েছে উড়ান পরিষেবা। বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন অন্তত ১৫০০ পর্যটক। কারণ একটাই, মেঘলা আকাশ, প্রবল বৃষ্টি, তুষারপাত এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুয়াশার দাপটে বিমানবন্দর এবং লাগোয়া এলাকার দৃশ্যমানতা কার্যত শূন্য। অথচ এই লুকলা শুধুমাত্র মাউন্ট এভারেস্ট নয়, একাধিক শৃঙ্গ এবং বেশিরভাগ পার্বত্য পর্যটনকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার।

৪ এবং ৫ নভেম্বর বকখালি ইকোপার্ক প্রবর্তক আশ্রমে অনুষ্ঠিত হবে 'সমুদ্র জানালা বকখালি কবিতা উৎসব'। আলোচনা এবং কবিতা পাঠে অংশ নেবেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কবিরা

খোলা হাওয়া

জঙ্গলমহল সাহিত্য উৎসব

» ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, পুরুলিয়া শহরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক নিস্তারিণী কলেজে অনুষ্ঠিত হল 'জঙ্গলমহল সাহিত্য উৎসব'। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা আকাদেমির সভাপতি ব্রাত্য বসু, বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক আবুল বাশার, সাহিত্যিক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, সাহিত্যিক নলিনী বেরা, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, কবি প্রসূন ভৌমিক, কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অর্ণব সাহা প্রমুখ। উৎসবে কবিতাপাঠ, অণুগল্পপাঠে অংশ নেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা। আয়োজিত হয় আলোচনাসভাও। ছিল বেশকিছু লিটল ম্যাগাজিন স্টল।

অপরাজেয় জুবিন

» ভারতীয় সঙ্গীত জগতের একটি বিশেষ নাম জুবিন গর্গ। তাঁর অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সঙ্গীতানুরাগীরা। সমর্পণ এবং বিশিষ্ট মিউজিক কম্পোজার টুনাই দেবাশিস গাঙ্গুলির আয়োজনে ২৮ অক্টোবর, উইজডম ট্রি ক্যাফেতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'অপরাজেয় জুবিন' শীর্ষক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। কথায়, গানে, কবিতায় জুবিনকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিল থার্ড আই ও তার প্রাণপুরুষ অতনু পাল। গানে গানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সঙ্গীতশিল্পী অম্বেষা, মধুরা, তনিকা, গিটারিস্ট সৌভিক দেব ও সমর্পণ-এর শিল্পীরা। অসমের ভূমিপুত্র সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার বব ফুকান ছিলেন জুবিনের স্মৃতিচারণে। জুবিনের সঙ্গীত জীবনের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। তাঁর গাওয়া ১৬টি

অপ্রকাশিত গানের মধ্য থেকে নির্বাচিত দুটি গানের আংশিক অংশ প্রদর্শন করা হয়। জুবিনের একটি পোর্ট্রেট এঁকেছেন চিত্রশিল্পী দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। সেটাও প্রদর্শিত হয় স্মরণ অনুষ্ঠানে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজা, স্নিগ্ধদেব, উজ্জয়িনী, রাজীব, নম্রতা প্রমুখ। 'অপরাজেয় জুবিন'— অনুষ্ঠানের নামকরণ করেছেন প্রমিত ঘোষ। অনুষ্ঠানের সমস্ত প্রেজেন্টেশনও তাঁরই করা।

উৎকর্ষ সম্মান

» দুর্গাপুজোর উৎকর্ষকে সম্মান জানাতে কিছুদিন আগে আয়োজিত হয়েছিল জিএসওই অর্থাৎ 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি। এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে যেসব দুর্গাপুজো কমিটি পুরস্কৃত হল তাদের মধ্যে অন্যতম হল কাশীবোস লেন দুর্গাপুজো কমিটি, বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, নলিন সরকার স্ট্রিট সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, প্রতাপাদিত্য রোড ত্রিকোণ পার্ক পুজো কমিটি, ৬৬ পল্লি, আলিপুর সর্বজনীন ইত্যাদি। শিল্পের পাশাপাশি উৎকর্ষ সম্মান দেওয়া হল শিল্পীদেরও। প্রাপকরা হলেন মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজু সরকার, সুজাতা চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ দাস, ইশিকা চন্দ প্রমুখ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের কনসুলেটে জেনারেল থিয়েরি মরাল, আইএফএ চিফ সুব্রত দত্ত-সহ বিশিষ্টজনেরা।

ছবির প্রচারে

» 'শ্রী দুর্গা' ছবির প্রচারে অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য, জয় মুখোপাধ্যায়, ডোনা সাহা-সহ অন্যরা।

মোড়ক উন্মোচন

» বৃহস্পতিবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞান বিভাগে 'বিভিন্ন স্ট্রিম এবং লিঙ্গ সম্পর্কিত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের স্ব-ধারণার উপর একটি অধ্যয়ন' গবেষণা গ্রন্থটি উদ্বোধন করলেন অধ্যাপক ড. গৌতম পাল এবং ড. মনোজকুমার চক্রবর্তী। ঘরোয়া প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. শুভাশিস সাহু, 'উদার আকাশ' প্রকাশনার কর্ণধার ফারুক আহমেদ, বইয়ের লেখিকা অধ্যাপিকা ড. চৈতালী বিশ্বাস।

সাহিত্যসভা

» ২৭ অক্টোবর, কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে আর্ষ সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ সাহিত্যসভা। শারদ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয় পত্রিকার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সংখ্যা। উপস্থিত ছিলেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস মিদ্যা, নৃপেন চক্রবর্তী, অনীশ ঘোষ, প্রদীপ আচার্য, সুকুমার রুজ, অমিত কাশ্যপ, সুধাংশুরঞ্জন সাহা, সুদীপ্ত মাজি, আবু রাইহান, উদয়শঙ্কর বাগ, শুভদীপ রায়, রূপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক মধুসূদন দরিপা।

ট্রেলার লঞ্চ

» রাইজিং ভারত হাউজ নিবেদিত 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার' ছবির ট্রেলার লঞ্চে পরিচালক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রিমঝিম গুপ্ত, অভ্রজিৎ চক্রবর্তী, ইপ্সিতা ঘোষ-সহ বিশিষ্টজনেরা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

» ২৮ অক্টোবর, কলকাতার নলিনী সভাঘরে যুগসাগ্নিক পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হয় শারদীয়া সংখ্যা। উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র পাল, পিনাকী রায়, কেতকীপ্রসাদ রায় প্রমুখ। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, গান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক প্রদীপ গুপ্ত।

কফি টেবিল বই

» ১ নভেম্বর কলকাতার লীলা রায় মেমোরিয়াল হলে প্রকাশিত হল অমিত সরকারের বাংলা কফি টেবিল বই 'বেনারস, আলো ছায়া ও সময়ের সংলাপ'। প্রকাশক গীর্বাণ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোমা বসু। বক্তব্য রাখেন আলোকচিত্রশিল্পী বিকাশ দাস, শম্ভু দাস, বিখ্যাত ট্রাভেল ব্লগার অনিন্দ্য চক্রবর্তী, প্রকাশক তাপস গুপ্ত, ভূপর্যটক ফাল্গুনি দত্ত প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন অরণ্যা সরকার।

শিল্পকলা প্রদর্শনী

» রবিবার, হুগলির কোন্নগর শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মাতা বারোয়ারি মাঠে শুরু হয়েছে 'শিল্পকলা প্রদর্শনী'। আয়োজনে 'তুলি চিত্র'। প্রদর্শিত হচ্ছে বিশিষ্ট শিল্পী বিশ্বনাথ দে এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শিল্পকর্ম। জলরং, তেলরংয়ে আঁকা ছবি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরাহনগর মঠের মহারাজ স্বামী সর্ব প্রেমানন্দ, শিল্পী জয়শ্রী চক্রবর্তী, অধ্যাপক স্বপনকুমার মল্লিক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বহু শিল্প-রসিক ঘুরে দেখেন প্রদর্শনীটি। চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। বিকেল ৪টে থেকে রাত ৯টা।

সমাবর্তন উৎসব

» মহাসমারোহে হয়ে গেল সমাবর্তন উৎসব ও বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন। টিউলিপ মডেল স্কুল প্রাঙ্গণে সুনীল মাজী, শঙ্খশুভ্র পাত্র, বীরূপাক্ষ পাণ্ডা, সুধীর মাইতি, রাজীব কানুনগোর মতো বিশিষ্টদের অংশগ্রহণে। মূর্তিদাতা শিক্ষিবিদ আশালতা বর্মন। দুই শতাধিক কবি-সাহিত্যিক শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক-ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে টিউলিপ উৎসব প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে। 'অনুভাষ' ও 'তারপর' পত্রিকার উদ্যোগে হয় জমজমাট বাগুই কবিতা উৎসব। সঙ্গে কবিতা, সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা। সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নাচগান। সঞ্চালনায় ছিলেন চম্পক পণ্ডা।

মাঠে ময়দানে
3 November, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় দলে খেলা ত্রিপুরার প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজেশ বণিকের

পন্থের ৯০, 'এ' দল জিতল

বেঙ্গালুরু, ২ নভেম্বর: অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের লড়াইয়ের সৌজন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে চার দিনের প্রথম বেসরকারি টেস্ট জিতে নিলে ভারত 'এ'। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জয় ৩ উইকেটে। দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল পন্থের দল। ২৭৫ রান তাড়া করতে নেমে ঋষভ পন্থের কাউন্টার অ্যাটাক ভারত 'এ'-কে জয়ের রাস্তায় রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চারদিনের বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিন। ৬৪ রানে অপরাজিত ঋষভ রবিবার ম্যাচের শেষ দিন আরও ২৬ রান যোগ করে আউট হন। ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের ৯০ রানের ইনিংস সাজানো ১১টি চার এবং ৪টি ছক্কায়। বুঝিয়ে দিলেন, টেস্ট ম্যাচের জন্য তিনি তৈরি। পরের দিকে চাপে পড়লেও 'এ' দলের মানব সুতার, অংশুল কম্বোজের মতো দুই লোয়ার অর্ডার ব্যাটার রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতিয়ে দেন। পন্থ এবং আয়ুষ বাদোনিকে (৩৪) ফিরিয়ে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তিয়ান ভান ভারেন। এরপর তনুশ কোটিয়ানের (২৩) লড়াই এবং মানব (২০ অপরাজিত) ও অংশুলের (৩৭ অপরাজিত) ব্যাটে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত 'এ'। ম্যাচের সেরা হন কোটিয়ান।

করুণের ২৩৩

তিরুবনন্তপুরম: টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে রঞ্জি ট্রফিতে দাপট দেখিয়ে চলেছেন করুণ নায়ার। আগের ম্যাচে অল্পের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি (১৭৪) হাতছাড়া করেছিলেন। তিরুবনন্তপুরমে কেরলের বিরুদ্ধে মরশুমের তৃতীয় রঞ্জি ম্যাচে প্রথম ইনিংসেই ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকালেন করুণ। ২৩৩ রান করে আউট হন তিনি। করুণ ও আর স্মরণের জুটিতে ৫ উইকেটে ৫৮৬ রান করে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে কর্নাটক। দ্বিতীয় দিনের শেষ বেলায় ডাবল সেঞ্চুরি করেন স্মরণও। ২২০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ব্যাট করতে নেমে সাবধানি শুরু কেরলের। অন্য ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে চাপে মুম্বই। অজিঙ্ক রাহানের প্রথম ইনিংসের ২৫৪ রান টপকে গিয়েছে রাজস্থান।

সমতা ফেরালেন অর্শদীপ-ওয়াশিংটন

অস্ট্রেলিয়া ১৮৬-৬ (২০ ওভার)
ভারত ১৮৮-৫ (১৮.৩ ওভার)

হোবার্ট, ২ নভেম্বর : ১৪৫ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল সূর্য-গম্ভীরদের। ১৪.২ ওভার চলছে তখন। তবে ওয়াশিংটন সুন্দর ও জিতেশ শর্মা অতঃপর মাত্র ২৫ বল খেলে শুধু জয় তুলে আনেননি, সিরিজে সমতাও ফিরিয়ে আনলেন। তিন ম্যাচের পর স্কোরলাইন এখন ১-১।

ওই সামান্য টেনশনটুকু বাদ দিলে রবিবার নিনজা স্টেডিয়ামে খুব সহজ জয় পেল ভারত। আগের ম্যাচে ১২৫ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল সূর্যদের ইনিংস। এই ম্যাচে সেটা মাথায় রেখে খেলেছেন সবাই। কিন্তু টপ অর্ডার রান করতে পারলে জয় আরও তাড়াতাড়ি আসত। অতএব, জিতেও গম্ভীরদের মাথায় চিন্তা কিন্তু থেকে গেল। শুভমন গিলের (১৫) দুঃসময় হোবার্টেও অব্যহত। সেই এশিয়া কাপ থেকে রান খুঁজছেন তিনি। শ্রীকান্তের মতো প্রাক্তনরা বলতে শুরু করেছেন, শুভমন মোটেই এই ফরম্যাটে অটোমেটিক চয়েস নন। কিন্তু সহ অধিনায়ক বলে জায়গা আটকে রেখেছেন। আর দেশে ফিরে রঞ্জি খেলতে হচ্ছে যশস্বীকে।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটেও রান নেই। বারবার কুড়ি-তিরিশে আটকে যাচ্ছেন। এশিয়া কাপ খুব খারাপ গিয়েছিল তাঁর। ছন্দে ফিরতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ায় এসেও। এদিন ২৪ রান করে উইকেট দিয়ে গেলেন মার্কাস স্টয়নিসকে। একইভাবে সেট হয়ে উইকেট দিয়ে গেলেন তিলক ভার্মাও (২৯)। তবে ওয়াশিংটন সুন্দর দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এটাই রক্ষা। তিনি পাশে পেয়ে যান জিতেশ শর্মাকে। যাঁকে সঞ্জু স্যামসনের বদলে খেলানো হল রবিবার। ওয়াশিংটন ২৩ বলে ৪৯ ও জিতেশ ১৩ বলে ২২ রান করে নট আউট থেকে যান। সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ গোল্ড কোস্টের বিল পাইপেন ওভালে ৬ নভেম্বর।

অর্শদীপ সিংকে প্রথম দুই ম্যাচে বসিয়ে রেখেছিলেন গৌতম গম্ভীর। যা নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তরা তোপ দেগেছিলেন। হোবার্টে অবশ্য টিম ম্যানেজমেন্ট অর্শদীপকে ফিরিয়ে এনেছিল। তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগালেন ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে। নিনজা ওভালে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে যখন টিম ডেভিডের হাতে গণপিটুনি চলছে, তখন একমাত্র অর্শদীপই একমাত্র বোলার ছিলেন যিনি তাঁর কাছে সমীহ পেয়েছেন। বাকিদের মধ্যে বরুণ চক্রবর্তী ছাড়া কেউ এই উইকেটে সুবিধা করতে পারেননি। বরুণ ৩৩ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

আগে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে তুলেছিল ১৮৬-৬। ১৪ রানে ট্রাভিস হেড (৬) আর জস ইনগ্লিশ (১) ফিরে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল ভারত সিরিজে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে নেমেছে। অর্শদীপ আর বরুণ প্রথম দুটি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। মিচেল মার্শকেও (১১) বরুণ তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেন। কিন্তু ততক্ষণে ডেভিড নেমে পড়েছেন। নিজের দিনে যে কোনও বোলিংয়ের কাছে আতঙ্ক এই দীর্ঘকায় ব্যাটার। শনিবার তিনি শুরুই করেছিলেন মারমার করে। মার্শ যখন আউট হলেন ততক্ষণে বোর্ডে ৭১ রান উঠে গিয়েছে। সবটাই এই ডেভিডের সৌজন্যে।

মোটে সাড়ে উনিশ হাজার লোক ধরে এই মাঠে। ছোট মাঠ বলে সাইড বাউন্ডারিও বেশ ছোট। ডেভিড সেই সুবিধাটা নিয়ে গেলেন। এমনিতেই তিনি সারা দুনিয়ায় টি-২০ লিগ খেলে বেড়ান। এই ফরম্যাটে সিদ্ধহস্ত। এদিন চার নম্বরে নেমে ভারতীয় বোলারদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। একসময় মনে হচ্ছিল ডেভিড অস্ট্রেলিয়ার রান দুশো পার করে দেবেন। কিন্তু শিবম দুবে পরপর কয়েকটা লম্বা শট হজম করার পর অবশেষে ডেভিডকে (৭৪) ফেরাতে সক্ষম হন। ৩৮ বলে ৮টি চার ও ৫টি ছক্কার সাহায্যে এই রান করেছেন তিনি। ডেভিড যন আউট হলেন অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৫ উইকেটে ১১৮।

এই ম্যাচে কুলদীপকে বাইরে রেখে খেলতে নেমেছিল ভারত। সঞ্জুর বদলে খেললেন জিতেশ শর্মা। আর হর্ষিতের পরিবর্তে অর্শদীপ। কিন্তু ডেভিড ফিরে যাওয়ার পর মার্কাস স্টয়নিস খেলাটা ধরে নেওয়ায় তাঁদের রান ১৮৬-তে গেল। সব ফরম্যাট ছেড়ে দিয়ে স্টয়নিস এখন শুধু টি-২০-তে খেলেন। ৩৯ বলে ৬৪ রান করেছেন তিনি। আটটি চার ও ছ'টি ছক্কা। শেষদিকে ম্যাথু শর্ট ২৬ নট আউট থেকে গেলেন। বুমরা ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়েও উইকেটের মুখ দেখেননি। উইকেট নেই অক্ষর ও শিবমেরও। এদিকে, কুলদীপ যাদবকে এদিন ছেড়ে দেওয়া হল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 'এ' দলের ম্যাচে খেলবেন।

রবিবার তাসমানিয়ার নিনজা স্টেডিয়ামে ভারতের জয়ের দুই নায়ক অর্শদীপ ও ওয়াশিংটন।

নতুন ভেনুতে নয়া চ্যালেঞ্জ

হোবার্টে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখছেন গম্ভীররা। রবিবার।

সূর্যর মুখে বোলারদের প্রশংসা

হোবার্ট, ২ নভেম্বর : তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ জিতে সূর্যকুমার যাদবের মুখে জসপ্রীত বুমরা ও অর্শদীপ সিং জুটির প্রশংসা। সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচে অর্শদীপ সুযোগ পাননি। কিন্তু রবিবার হোবার্টে সুযোগ পেয়েই ৩৫ রানে ৩ উইকেট শিকার বাঁ হাতি ভারতীয় পেসারের। অন্যদিকে, বুমরা উইকেট না পেলেও, চার ওভারে রান খরচ করেছেন মাত্র ২৬।

রান তাড়া করতে নেমে, একটা সময় দ্রুত দুই ওপেনার ও সূর্যর উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। যদিও শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন সুন্দর ও জিতেশ শর্মা ৯ বল হাতে রেখেই দলকে জয় এনে দেন। ম্যাচের পর সূর্যর বক্তব্য, মনে হচ্ছে ১৯-২০টা টস হারার পর টস জিতলাম। তবে আজ টস জেতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দল যেভাবে পারফর্ম করেছে আমি খুশি। ওয়াশিংটন দুর্দান্ত ব্যাট করেছে। জিতেশও অবদান রেখেছে। অর্শদীপ তো অসাধারণ।

সূর্য আরও বলেন, বুমরা ও অর্শদীপের জুটিটা ভয়ঙ্কর। অনেকটা টপ অর্ডারে শুভমন-অভিষেক জুটির মতো। বুমরা নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যায়। আগাগোড়া আঁটসাঁট বোলিং করে গেল। অন্য প্রান্ত থেকে অর্শদীপ সেই সুযোগে উইকেট তুলল। সিরিজ ১-১ করতে পেরে ভাল লাগছে। এবার সামনে নতুন ভেনু, নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে আমরা তৈরি।

এদিকে, ম্যাচের সেরা অর্শদীপের বক্তব্য, নিজের দক্ষতার উপর আস্থা ছিল। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম। সেট কাজে লাগাতে পেরে খুশি। আরও ভাল লাগছে দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে।

তিনি আরও বলছেন, ব্যাটাররা আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করলে আমি বোলিং বেশি উপভোগ করি। কারণ তাতে উইকেট নেওয়ার নেওয়ার সুযোগ থেকেই যায়। আর বুমরা ভাইয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে বল করার অভিজ্ঞতা বরাবরই দুর্দান্ত। অন্য প্রান্ত থেকে বুমরা ভাই রান আটকে রাখছিলেন। তাই অস্ট্রেলীয় ব্যাটাররা আমার বিরুদ্ধে বাড়তি আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে উইকেট দিয়েছে। পাওয়ার প্লে হোক অথবা ডেথ ওভার—আমি সব সময়ই বোলিংয়ের প্রাথমিক বিষয়ে জোর দিয়ে থাকি।

টি-২০ ক্রিকেটকে বিদায় কেনের

অকল্যান্ড, ২ নভেম্বর: বিশ্বকাপের আগেই টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন কেন উইলিয়ামসন! তবে প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক জানিয়েছেন, তিনি দেশের হয়ে টেস্ট এবং একদিনের ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবেন। রবিবার এক বিবৃতিতে উইলিয়ামসন বলেছেন, ক্রিকেট খেলতে ভালবাসি। দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছি অনেকদিন। এই স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে টি-২০ ফরম্যাট থেকে সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়। এতে বিশ্বকাপের আগে দলের পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে। টি-২০ ক্রিকেটের প্রচুর প্রতিভা নিউজিল্যান্ডে রয়েছে। ওদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সুযোগ করে দেওয়া দরকার। যাতে ওরা বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফুটবল জার্সি পরে মহিলা ক্রিকেট দলকে উৎসাহ দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা। বিতর্কও

সুদীপ ১০৮, বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ আগেই

আগরতলায় সেঞ্চুরি সুদীপের।

প্রতিবেদন : আগরতলায় আবহাওয়া বাংলার পিছনে পড়েছে। প্রথম দিন মাত্র ৬০ ওভার খেলা হয়েছে মন্দ আলোর জন্য। রবিবারও খেলা বন্ধ হয়ে যায় নির্ধারিত সময়ের আগে। এবার বাদ সেধেছে বৃষ্টি। এদিন খেলা যখন শেষ হল তখন বাংলার রান ৯ উইকেটে ৩৩৬।

সকালে ১৭১-১ নিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন দুই অপরাজিত ব্যাটার সুদীপকুমার ঘরামি ও শাকির গান্ধী। ২৫০ বল খেলে সুদীপ ১০৮ রান করেছেন। তিনি বাউন্ডারি মেরেছেন ১৫টি। তাঁর সঙ্গী শাকির অবশ্য ৫ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন। সুদীপ আউট হওয়ার পর বাংলা কিন্তু লাগাতার উইকেট হারিয়েছে। অনুষ্টুপ মজুমদার ৬, এই ম্যাচের অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল ১১, সুমন্ত গুপ্ত ৫ রানে আউট হয়েছেন। ম্যাচের পরিস্থিতি একসময় এমন দাঁড়িয়েছিল যে বাংলার রান ছিল ২৬২-৬।

এখান থেকে অলরাউন্ডার শাহবাজ আমেদ ও অভিষেক ম্যাচে নামা রাহুল প্রসাদ ৬১ রান যোগ করে বাংলাকে তিনশো পার করে দেন। রাহুল ৩৫ রান করেছেন। কিন্তু মহম্মদ কাইফ ০ ও মহম্মদ শামি ৫ রানে আউট হয়ে যান। শাহবাজ খেলার শেষে ৪০ ও ঈশান পোড়েল ০ রানে নট আউট রয়েছেন। ত্রিপুরার বোলারদের মধ্যে রানা দত্ত তিনটি উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট নেন বিক্রম দাস ও মণিশঙ্কর মুরাসিংহ। প্রথম দুটি ম্যাচ সরাসরি জেতার পর বাংলা এই ম্যাচে কত পয়েন্ট পায় সেটাই দেখার।

রিচায় মাতল শিলিগুড়ি

জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখছেন ভক্তরা।

প্রতিবেদন: শিলিগুড়ি রিচাময়। মেয়েদের বিশ্বকাপ ফাইনালে খেললেন ঘরের মেয়ে রিচা ঘোষ। তারজন্য শিলিগুড়ি পুরসভা স্থানীয় বাঘযতীন পার্কে জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। দুপুরে ম্যাচ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই উৎসাহে টগবগ করে ফুটছিল শিলিগুড়ি। শহরের মেয়র গৌতম দেব নিজে উদ্যোগ নিয়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়র নিজে খেলা দেখেন। শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষ রিচার ২৪ বলে ৩৪ রানের বিস্ফোরক ব্যাটিং উপভোগ করেন। তাঁর একের পর এক চার, ছয়ের সময় উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন ভক্তরা। রিচার নামে জয়ধ্বনি দেন তাঁরা।

মহামেডানের হার

মারগাঁও: সুপার কাপে মহামেডানকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সুপার কাপে সেমিফাইনালের খুব কাছে পাঞ্জাব এফসি। সমস্যার পাহাড় নিয়ে বিদেশিহীন মহামেডান টানা দুই ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল। পাঞ্জাবের তিন গোলদাতা নিনথোই মিতাই, সামির জেলজকোভিচ এবং কিপগেন। মাত্র ১৬ জন ফুটবলার নিয়ে সুপার কাপে খেলছে মহামেডান। বেঞ্চে থাকছে মাত্র পাঁচ ফুটবলার। গ্রুপের অন্য ম্যাচে বেঙ্গালুরু ৪-০ গোলে হারিয়েছে গোকুলামকে।

সালাহর নজির

লিভারপুল, ২ নভেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে জয়ে ফিরল লিভারপুল। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ২-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলাকে। বিরতির ঠিক আগে মহম্মদ সালাহর গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ৫৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রায়ান গ্রেভেনবার্চ। এদিনের ম্যাচে নজির গড়ছেন সালাহ। লিভারপুলের জার্সিতে ২৫০তম গোল করে ফেললেন তিনি। এদিনের জয়ের পর ১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এল লিভারপুল। এদিকে, অন্য একটি ম্যাচে চেলসি ১-০ গোলে হারিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পারকে। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে চেলসির জয়সূচক গোলটি করেন জোয়াও পেদ্রো। ১০ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে রইল চেলসি।

ছেলের গোলের দিনেই জোড়া গোল রোনাল্ডোর

মেসির গোল সত্ত্বেও হার মায়ামির

গোলের পর উচ্ছ্বাস রোনাল্ডো ও রোনাল্ডো জুনিয়রের।

রিয়াধ ও ফ্লোরিডা, ১ নভেম্বর : কেরিয়ারের এক হাজার গোলের লক্ষ্যে আরও একটা ধাপ এগোলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর জোড়া গোলে সৌদি প্রো লিগে আল নাসের ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে আল ফেইহাকে। এদিনের জোড়া গোলের পর, রোনাল্ডোর কেরিয়ার গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৯৫২। অর্থাৎ আর মাত্র ৪৮টি গোল করলেই বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে কেরিয়ারে এক হাজার গোলের মাইলস্টোনে পৌঁছে যাবেন তিনি। এই জয়ের সুবাদে টানা ৭ ম্যাচে জিতে সৌদি লিগের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে আল নাসের।

এদিকে, বাবার জোড়া গোলের দিন গোল পেয়েছে রোনাল্ডোর ছেলে রোনাল্ডো জুনিয়রও! অনূর্ধ্ব ১৬ পর্তুগাল দলের হয়ে ওয়েলসের বিরুদ্ধে গোল করেছে রোনাল্ডো পুত্র। ম্যাচটা ৩-০ গোলে জিতেছে পর্তুগাল যুব দল। ম্যাচের ৪২ মিনিটে সতীর্থ কালোস মইতার পাস থেকে বল পেয়ে ডান পায়ের শটে গোল করে রোনাল্ডো জুনিয়র। ছেলের গোলের ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে তিনটে আগুনের ইমোজি দিয়ে সিআর সেভেন বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কতটা আনন্দিত।

অন্যদিকে, দিনটা ভাল কাটেনি লিওনেল মেসির। তিনি গোল করা সত্ত্বেও ইন্টার মায়ামি ১-২ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে নাশভিলের বিরুদ্ধে। এদিনের হারের পরেও অবশ্য মেজর লিগ সকারের কনফারেন্স অঞ্চলের সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি মেসিদের। ৮ নভেম্বর ফের নাশভিলের মুখোমুখি হবে মায়ামি।

চার গোলে রিয়াল শীর্ষেই

জোড়া গোলে উচ্ছ্বাস এমবাপের।

মাদ্রিদ, ২ নভেম্বর : লা লিগায় অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই ছুটছে রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে জাবি আলোন্সোর দল। এদিনের জয়ের পর, ১১ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষেই রইল রিয়াল।

ম্যাচের ১৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দিয়েছিলেন এমবাপে। ৩১ মিনিটে তাঁর গোলেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল। এবারের লা লিগায় ১৩ গোল হয়ে গেল এমবাপের। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগে করেছেন আরও পাঁচটি গোল। গত মরশুম থেকে সব মিলিয়ে রিয়ালের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত ৪৫ ম্যাচ খেলে ৪৪টি গোল করেছেন এমবাপে। রিয়ালের হয়ে প্রথম ৪৫ ম্যাচে ৪৩টি গোল করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস রিয়ালের জার্সিতে প্রথম ৪৪ ম্যাচে ৪৪টি গোল করেছিলেন। বিরতির আগেই রিয়ালকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন জুড বেলিংহ্যাম। ৮২ মিনিটে ৪-০ করেন আলভারো কারেরাস। পরিসংখ্যান বলছে, এই মরশুমে সব টুর্নামেন্টে মিলিয়ে ১৪টি ম্যাচ খেলে ১৩টিই জিতেছে রিয়াল। হেরেছে মাত্র একটি। মাদ্রিদ ডার্বিতে অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে। গত ৬২ বছরে এর থেকে ভালভাবে আর কোনও মরশুম শুরু করেনি রিয়াল।

এখনও বিড জমা পড়েনি

আইএসএল নিয়ে সংশয় কাটছে না

প্রতিবেদন: চলতি মরশুমে আইএসএল কি আদৌ আয়োজন করা সম্ভব? রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও বিড জমা পড়েনি। আগামী বুধবার ৫ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। সেদিনই দরপত্র খোলা হবে। জানা যাবে, ভারতীয় ফুটবল তথা আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব কার হাতে থাকবে। কিন্তু বিড জমা না পড়লে এআইএফএফ কীভাবে আইএসএল আয়োজন করবে?

আইএসএলের টেন্ডার প্রকাশিত হওয়ার পর এফএসডিএল ২৩৪টি প্রশ্নমালা পাঠিয়েছে ফেডারেশনকে। টেন্ডার কমিটি তার জবাবও দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আইএসএলে অবনমন রাখতে হবে। যা চায় না এফএসডিএল। সম্প্রচার-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে টেন্ডার কমিটি আগ্রহী চার সংস্থার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। জবাবে কি সন্তুষ্ট নয় এফএসডিএল-সহ বাকিরা? এই কারণেই কি এখনও দরপত্র জমা দেয়নি তারা? ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ দিল্লি থেকে ফোনে বললেন, ৫ নভেম্বর বিড জমা দেওয়ার শেষ দিন। আমরা আশা করছি, শেষ দিনেই সবাই জমা দেবে।

কেউ বিড জমা না দিলে এফএসডিএলের সঙ্গেই হয়তো কথা বলবে ফেডারেশন। অথবা তারা নতুন লিগ চালু করার চেষ্টা করতে পারে। এফএসডিএল-কে ছাড়া কি দেশের সেরা লিগ আয়োজন সম্ভব? প্রশ্ন অনেক, উত্তর নেই!

অল সোলস ডে-তে ভেস পেজের সমাধিস্থলে পরিবারের লোকেরা। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঠে ময়দানে

3 November, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার মুম্বইয়ে ফাইনালের আগে বিশ্বকাপ হাতে মাঠে ঢুকছেন শচীন তেন্ডুলকর

মায়াবী রাতে আবার বিশ্বকাপ

উইকেট নিলেন শেফালি, উচ্ছ্বসিত হরমনপ্রীত।

জাতীয় পতাকা নিয়ে জেমাইমা, স্মৃতিদের উৎসব।

নবি মুম্বই, ২ নভেম্বর : ২০১১ সালের ২ এপ্রিলের পর, ২০২৫ সালের ২ নভেম্বর। আরব সাগরের পাড়ে ফিরল আরও এক বিশ্বজয়ের রাত!

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এর আগে দু'বার (২০০৫ ও ২০১৭ সাল) বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল। তৃতীয়বারে শাপমুক্ত হলেন হরমনপ্রীত কৌররা। নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পেল মেয়েদের ক্রিকেট। দীপ্তির বলে নাদিন ডি'ক্লার্কের ক্যাচ যখন হরমনপ্রীতের মুঠোয় ধরা পড়ল, তখন গ্যালারিতে ডায়ানা এডুলজি শিশুর মতো নেচে উঠলেন। কমেন্ট্রি বক্সে বসা ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজরাও আবেগে ভেসে গেলেন। এই প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেট তারকাদের দেখে মনে হচ্ছিল, হরমনরা নন, কাপ তাঁরাই জিতেছেন।

১৪ বছর আগে এমনই এক মায়াবী রাতের সাক্ষী ছিল মুম্বই। সেদিন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারত ২৮ বছরের খরা কাটিয়ে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছিল। রাতভর উৎসবে ভেসে গিয়েছিল গোটা ভারত। মাঠেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকর, যুবরাজ সিং, হরভজন সিংরা।

রবিবার ওয়াংখেড়ের সেই মায়াবি রাত ফিরে এল ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। শুধু চরিত্রগুলো পাল্টে গেল। ধোনির জায়গায় কাপ মুঠোয় নিলেন হরমনপ্রীত। এবার ভিকট্রি ল্যাপ দিলেন রিচা ঘোষ, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রডরিগেজ, শেফালি ভার্মারা।

এই রাত কি কোনওদিন ভুলতে পারবেন শেফালি? বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। প্রতিকা রাওয়াল চোট না পেলে এই ম্যাচটা গ্যালারিতে বসে দেখতে হত তাঁকে। সেই শেফালি ফাইনালে ৭৮ বলে ৮৭ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে দিলেন। এরপর বল হাতে নিলেন দুই উইকেট! আর দীপ্তি শর্মা? ব্যাট হাতে ৫৮ বলে ৫৮ রান করার পর বল হাতে দীপ্তির শিকার ৩৯ রানে ৫ উইকেট! এক কথায় অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স। ভোলা যাবে না লরা উলভার্টকেও। সেমিফাইনালের পর ফাইনালেও সেঞ্চুরি হাঁকালেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক। কিন্তু ৯৮ বলে ১০১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেও ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে রয়ে গেলেন লরা।

বৃষ্টির জন্য ফাইনাল শুরু হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টা দুয়েক পর। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন শেফালি ও স্মৃতি। শেফালির ৭৮ বলে ৮৭ রানের অনবদ্য ইনিংসটাই দলের ভিত মজবুত করে দিয়েছিল। স্মৃতিও ৫৮ বলে ৪৫ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে দেন। দু'জনে মিলে প্রথম উইকেটে ১০৪ রান যোগ করেন। সেমিফাইনাল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি করা জেমাইমা ফাইনালে প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেননি। ৩৭ বলে ২৪ করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। চাপ আরও বেড়েছিল হরমনপ্রীত ২৯ বলে ২০ করে আউট হলে। আমনজোৎ কৌরও (১৪ বলে ১২) খুব বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি।

যদিও দীপ্তি শর্মা ও রিচা ঘোষের সৌজন্যে স্কোরবোর্ডে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান তুলেছিল ভারত। যা মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। দীপ্তি ৫৮ বলে ৫৮ করে শেষ বলে রান আউট হন। রিচা ২৪ বলে ৩৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দেন। রান তাড়া করতে নেমে এক কুম্ভের মতো লড়ে গেলেন লরা। কিন্তু তিনি আর কী করবেন! ক্রিকেট দেবতা যে এবারের বিশ্বকাপটা হরমনপ্রীতদের জন্য বরাদ্দ করে রেখেছিলেন!

স্কোরবোর্ড

ভারত

স্মৃতি ক জাফটা বো ট্রায়ন ৪৫ (৫৮), শেফালি ক লুইস ব খাকা ৮৭ (৭৮), জেমাইমা ক উলভার্ট ব খাকা ২৪ (৩৭), হরমনপ্রীত বোল্ড মালবা ২০ (২৯), দীপ্তি রান আউট ৫৮ (৫৮), আমনজোৎ ক ও ব ডি'ক্লার্ক ১২ (১৪), রিচা ক ডার্কসেন ব খাকা ৩৪ (২৪), রাধা নট আউট ৩ (৩)। অতিরিক্ত: ১৫। মোট (৫০ ওভারে ৭ উইকেটে): ২৯৮ রান। বোলিং: কাপ ১০-১-৫৯-০, খাকা ৯-০-৫৮-৩, মালবা ১০-০-৪৭-১, ডি'ক্লার্ক ৯-০-৫২-১, লুইস ৫-০-৩৪-০, ট্রায়ন ৭-০-৪৬-১।

দক্ষিণ আফ্রিকা

উলভার্ট ক আমনজোৎ ব দীপ্তি ১০১(৯৮), ব্রিটস রান আউট ২৩(৩৫), বশ এলবিডব্লু ব শ্রী চরনি ০(৬), লুইস ক ও ব শেফালি ২৫(৩১), কাপ ক রিচা ব শেফালি ৪(৫), জাফটা ক রাধা ব দীপ্তি ১৬(২৯), ডার্কসেন বোল্ড দীপ্তি ৩৫(৩৭), ট্রায়ন এলবিডব্লু ব দীপ্তি ৯(৮), ডি'ক্লার্ক ক হরমনপ্রীত ব দীপ্তি ১৮(১৯), খাকা রান আউট ১(৭), মালবা নট আউট ০(০)। অতিরিক্ত : ১৪। মোট (৪৫.৩ ওভারে অল আউট): ২৪৬ রান। বোলিং: রেণুকা ৮-০-২৮-০, ক্রান্তি গৌড় ৩-০-১৬-০, আমনজোৎ ৪-০-৩৪-০, দীপ্তি ৯.৩-০-৩৯-৫, শ্রী চরনি ৯-০-৪৮-১, রাধা ৫-০-৪৫-০, শেফালি ৭-০-৩৬-২।

শাপমুক্তির আবেগে হারিয়ে গেলেন হ্যারিরা

নবি মুম্বই, ২ নভেম্বর: তিনবারের চেষ্টায় অবশেষে স্বপ্নপূরণ। ভারতে মহিলা ক্রিকেটে 'এইট্টি থ্রি মোমেন্ট'। প্রথমবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের কন্যারা। ৪২ বছর আগে কপিল দেবের ভারত যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, হরমনপ্রীত কৌরের ভারত একইভাবে মেয়েদের ক্রিকেটে সূর্যোদয় ঘটাল। হরমনপ্রীত, স্মৃতি, শেফালি, দীপ্তিরাই শুধু বিশ্বসেরা হলেন না, তাঁরা বোধহয় জিতিয়ে দিলেন বিশ্বজয়ের স্বাদ না পাওয়া পূর্বসূরি ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজদেরও। উৎসব শুরু হরমনদের। তাঁরাই তো এখন ভারতীয় ক্রিকেটে অর্ধেক আকাশ।

দোসরার পুণ্যলগ্নে সেই ধোনিদের পুণ্যভূমি মুম্বইতেই বীরগাথা বীরাঙ্গনাদের। হরমন আর স্মৃতি এই দলটার বিরাট-রোহিত। সাত বছর আগে ফাইনালে মাত্র ৯ রান দূরে থেমে কাপ হাতছাড়া করেছিলেন। অবশেষে ফিনিশিং লাইন পেরিয়ে দু'জনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে সেলিব্রেশনে মাতলেন। গায়ে জড়িয়ে নিলেন জাতীয় পতাকা। স্মৃতি বললেন, বারবার বিশ্বকাপে আমাদের হৃদয় ভেঙেছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিল, আমরা মেয়েদের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাব। অবশেষে আমরা বিশ্বকাপ জিতলাম। এই মুহূর্তটার জন্য আরও ৪৫ দিন নিদ্রাহীন রাত কাটাতে প্রস্তুত ছিলাম। অধিনায়ক হিসেবে ইতিহাসে হরমনপ্রীত। বলেছিলেন, দেওয়াল ভাঙলাম। আরও অনেক সাফল্য আসবে। আমাদের পরিশ্রম, বিশ্বাসের জয়। এটা টিমওয়ার্ক।

প্রতিকা রাওয়াল চোটে ছিটকে যাওয়ায় ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে বিশ্বকাপে এলেন শেফালি ভার্মা। বাদ পড়ে শক্তিশালী হয়ে ফিরে ফাইনালে ব্যাটে-বলে কামাল করে ম্যাচের সেরা। বললেন, প্রতিকার সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু যা হয়েছে তা ঈশ্বরের নির্দেশে। ঈশ্বর আমাকে ভাল কিছু করার জন্য পাঠিয়েছিল। আমি সেটাই করেছি। অবশেষে বিশ্বকাপ জিতলাম। শচীন (তেন্ডুলকর) স্যারের সঙ্গে যখনই কথা হয়, আমি অনুপ্রাণিত হই। অনেক কিছু শিখি।

বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ফাইনালে আরও একটা ক্যামিও খেললেন। আবেগে ভেসে গিয়ে শিলিগুড়ির মেয়ে বললেন, এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে আমরা বিশ্বসেরা। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন দীপ্তি শর্মা। বললেন, আমার কাজ ব্যাটে-বলে অবদান রাখা। সেটাই করেছি। বিশ্বকাপ আমি বাবা ও মাকে উৎসর্গ করছি।

ফাইনালের সেরার স্মারক হাতে শেফালি।